আকিঞ্চন।

(কবিতা-পুস্তক)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র
প্রণীত।

কলিকাতা
৩০।৩ নং মদন মিত্রের লেন,
'দীনধাম' হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তক ৩০৷৩ মদন মিত্রের লেন দীনধামে গ্রন্থকারের নিকট,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের
মেডিকেল লাইব্রেরীতে ও অন্যান্য
প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে
প্রাপ্তব্য।



কলিকাতা, ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট্,
"এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী।

—०—

বিষয়।				পৃষ্ঠা।
শ্রীকৃষ্ণ	...	...	...	১
শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে গমন		...	...	৪
নারদের ব্রহ্মদর্শন	...	...	...	২৭
ব্যাস-নারদ-সংবাদ	...	...	...	৪৪
ভগীরথের গঙ্গানয়ন	...	...	...	৫৩
মর্ম্মগীতি	...	...	...	৬৫
শিবস্তোত্র	...	...	...	৬৭
সাধকের নিবেদন	...	...	...	৬৯
মুমুক্ষুর প্রার্থনা	...	...	...	৭০
চন্দ্রালোকে বারাণসী		...	...	৭১
বুদ্ধমূর্ত্তি	...	..	...	৭২
শ্রীরাম	...	...	...	৭৩
লছমন্ ঝোলায় গঙ্গা	...	...	...	৭৫
রাসমিলন	...	...	...	৭৬
দেবস্বপ্ন	...	...	...	৮১

তর্পণ	...	...	...	৮৬
অঞ্জলিদান	...	...	...	৯৮
(বঙ্কিমচন্দ্র)	...	...	...	১০৭
শৈশব স্মৃতি	...	...	...	১০৮
(উত্তর)	...	...	...	১১০
স্বদেশ-স্তোত্র	...	...	...	১১৩
চৌবেড়িয়া	...	...	...	১১৬
ভারতবর্ষ	...	...	...	১১৭
বঙ্গভাষা	...	...	...	১১৯
রাজ-অর্ঘ্য	...	...	...	১২০

উৎসর্গ।

পিতৃদেব দীনবন্ধু মিত্রের
প্রতিকৃতি তলে।

——*——

পিতা আমি ব'সে আছি তোমার চরণতলে,
হৃদয় উছলি' দেখ বহিছে নয়ন জলে ;
সে যে মলিনতাময়, কালিমা র'য়েছে ঘিরে,
কেহ না শুধায় এসে, কেহ নাহি চায় ফিরে।

মরমের ব্যথা মোর রয়েছে মরম জুড়ে ;
দেবতা মমতা ভুলে পাষাণে ফেলেছে ছুড়ে ;
সম-অনুভূতি-হীন, শুষ্ক মরুবায়ু সম,
সংসার নীরস করে পরশে হৃদয় মম।

তোমার স্নেহের সেই পুতুল আনন্দে ভরা—
আনন্দে আনন্দময় দেখিত এ বসুন্ধরা—
চঞ্চল সে ক্রীড়নক সব ক্রীড়া ভুলে গেছে,
যন্ত্রখানি ফেলে যেন যন্ত্রী কোথা পলায়েছে।

বুঝিল না কেহ হেথা অবুঝের মর্ম্মব্যথা,
শুনিবে না আর কেহ কাতর প্রাণের কথা,
এ অন্তঃসলিলা ধারা অন্তরে লুকায়ে রবে,
যতদিন নাহি সেই অনন্তে মিলিত হবে।

তুমি অন্তর্যামী মাঝে অন্তর্যামী হ'য়ে আছ,
আমার এ জীবনের সকলি ত' জানিয়াছ,
তাই এসে বসে থাকি ওই প্রতিকৃতি তলে,
মরমে চরণ দুটি ভিজাই নয়নজলে।

আজি সে চন্দ্রিকা নাই, যূথিকা-সৌরভ (ও) নাই,
সে চারু গৌরব তরে বৃথা সে পূরবে চাই,
শুকায়েছে সে শ্যামতা, কঠিন সে কোমলতা,
শুকায়েছে তরুসনে পল্লবিনী সেই লতা।

হৃদয়ের এ বিজনে স্বজন তোমার স্মৃতি,
আঁধারে হাসিছে তব জ্যোতির্ম্ময় প্রতিকৃতি,
সেই স্মৃতিময় ছায়ে বিস্মৃত শ্যামতা ফুটে,
পাষাণ নিষিক্ত করি' তরল প্রবাহ ছুটে।

সে অমৃতময় নীরে, সে মধুর চন্দ্রালোকে,
আবরিয়া অবনীর বিড়ম্বনা রোগ শোকে,
ফুটেছে কুসুমগুচ্ছ হৃদয়ের নিরালায়,
এ অনন্ত অন্বেষিয়া তাই চিত্ত কোথা চায়।

কোথা তুমি, কোথা আমি, মধ্যে মহাপারাবার,
তীর নাই, তরী নাই, ধূধূ করে অন্ধকার ;
কোথা তুমি, কোথা তুমি, ডাকে প্রাণ অনিবার,
এ অপার পার হ'য়ে এস হেথা একবার।

ওই দেব অবয়ব জীবনবিভব পা'ক্,
ওই দিব্য আস্য ভরি' হাস্য উছলিয়া যা'ক্,
বহুদিন পরে সেই স্নেহবিগলিত ভাষা
অমিয় সিঞ্চন করি' মিটা'ক আমার আশা।

তোমার স্নেহের নীরে যে পাদপ অঙ্কুরিত,
তাহার প্রসূনে দেব হবে তুমি হরষিত,
তাই আনিয়াছি ইহা, সে স্নেহে হাসিয়া ধর,
অভাগা জীবন মোর তিলেক শীতল কর।

দীনধাম
১৩২০।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।



আকিঞ্চন।

শ্রীকৃষ্ণ।

কবে, কোন্ দিনে যমুনা পুলিনে
বাজায়ে গিয়েছ বাঁশী ;
অনন্ত জীবন— যমুনা এখন (ও)
উজানে যাইছে ভাসি।
ভাবনা, সাধনা, অনন্ত বাসনা,
ফিরেছে অনন্ত ধারে,
প্রবাহ আকুল, ভাসায়ে দু'কূল,
খুঁজিয়ে চলেছে কা'রে ?
রাখি' ঘরদ্বার ছুটেছে সংসার,
আপনারে পাসরিয়া ;
পবনে পবনে বিহগের সনে
উড়ায়ে দিতেছে হিয়া।
নভোনীলাঞ্জনে অঙ্কিত নয়নে
সে আনন অভিরাম,
মঞ্জু কুঞ্জবনে ভ্রমর গুঞ্জনে
শ্রবণে কূজিত নাম।

কাননে কাননে তোমার চরণে
বিছায়ে বিধুর প্রাণ,
তরুর মর্ম্মরে, নির্ঝর ঝর্ঝরে
শুনে সে মধুর তান।
কদম্বের মূলে, তমালে, বকুলে
আকুল মধুপ প্রায়,
হেরি ভূরি ভূরি বঙ্কিম মাধুরী,
ঘুরিয়া ফিরিয়া ধায়।
শারদ আকাশে পূর্ণিমা বিকাশে
তোমার সকাশে আসে,
তোমাতে রসিয়া মজিয়া মিশিয়া
সেই রাসরসে ভাসে।
কবে কোন্ কালে লইয়া গোপালে
খেলেছিলে ধূলি'পরে ;
আজি সেই রেণু রাখালের বেণু
নিখিল হৃদয় ভরে।
শুনিয়া সে বেণু জগৎ গোধেনু
বিচিত্র বিরাট গোঠে,
সঙ্গীত-ইঙ্গিতে ছোটে চারিভিতে,
পালটি' ও পদে লোঠে।
গ্রহ-তারাগণে মহা গোচারণে
চরাইছ দিন দিন,
বিকাশ-প্রভাতে, বিলয়ের রাতে,
জাগিছে, হইছে লীন।

কি বুঝিবে ভানু, কিবা সে কীটাণু,
কি যে এ তোমার লীলা,
কেন যে গড়িছ, কেন যে ভাঙ্গিছ,
চম্পকে বিন্ধিছ শিলা ?
তুমি যে মহান্, সর্ব্বশক্তিমান্,
এ ভূমা প্রমাণ করে ;
তুমি যে সুন্দর— অনন্ত অম্বর
কহিছে অনন্ত স্বরে।
নয়ন (ও) দেখেনি, শ্রবণ (ও) শোনেনি,
অন্তর জেনেছে যেন ;—
জনমে মরণে জীবনে জীবনে
আপন নাহিক হেন।
তুমি কুণ্ঠাহারী বৈকুণ্ঠ-বিহারী,
তোমাতে ব্যসন নাহি ;—
এ শুভ আশ্বাস, জীবন্ত বিশ্বাস
অশান্ত অন্তরে চাহি।
মানস তামসে আলোক পরশে
মিছা ভীতি কেড়ে নেবে,
অনৃত-বারণ, অমৃত-কারণ,
মরণে জীবন দেবে।



শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে গমন।



প্রকৃতির অপলাপ—সে প্রলাপময় রণ,
অমৃতের উৎস হ'তে সেই বিষ বরষণ,
শাখে শাখে বিজড়িত শাখীকুল সংঘর্ষণ,
স্বকুল-নির্ম্মূলকারী সে দাবাগ্নি উদ্গীরণ,

সেই মোহ, সে উন্মাদ, সে বিকার বিকৃতের
নীরব অনন্ত তরে, সেই প্রান্তে জগতের ;
পিতৃহন্তা, পুত্রহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা যোধগণ
অনন্ত নিদ্রার ভরে করিয়াছে ভূশয়ন।

নীরব চণ্ডাল রব, স্তব্ধ মূর্ত্তি চণ্ডালের ;
কালের ছায়ার 'পরে ঘন ছায়া আঁধারের ;
নীরবে আঁধার এসে ঘেরিয়াছে চারিধার ;
আঁধারে নীরব কহে কত মর্ম্মকথা তার।

নীরব শ্মশান হ'তে আসিছে নীরব ভাষা—
'অসার সকল সুখ, অসার সকল আশা' ;
নীরবে আকাশ হ'তে কহিছে তারকাকুল—
'জীবন সৃজনে বুঝি বিধি কি ক'রেছে ভুল' ?

ঘটনা কারণ-ফল, জগৎ নিয়মাধীন,
মানব-অদৃষ্ট শুধু বিধান নিয়মহীন ?
সুচারু নিয়মগুরু, ভুবন-মাধুরী যিনি,
এ জীবন-প্রবাহের নিয়ন্তা ন'ন কি তিনি ?

এ সংসারে মহাকালী শিব'পরে নৃত্য করে,
সে ঘোর করাল ছায়া চারু স্নিগ্ধ দেহ 'পরে ;
আপন সন্ততি কাটি মুণ্ডমালা রচিয়াছে,
ভাঙ্গিছে আপন হাতে আপনি যা' গড়িয়াছে।

আঁধারে জলধি ধায়, আঁধারে আকাশ চায়,
আঁধারে কান্তার দূরে মিশায় আকাশ গায় ;
শব্দহীন, বসুধার শব্দময় নিকেতন ;
অদূরে জলধি হ'তে আসিছে জলদ-স্বন।

জলধির সেই ভাষা চির নব পুরাতন,
উপরে অনন্ত পট চির সত্য সনাতন ;
ভূত ভবিষ্যৎ গাথা সেই জলধির মুখে,
ভূত ভবিষ্যৎ আঁকা সেই আকাশের বুকে।

সেই জলধির কূলে বসি কৃষ্ণ বলরাম ;
ভূত ভবিষ্যৎ চিত্র ফুটে চিত্তে অবিরাম ;
ক্ষুব্ধ জলধির প্রায় ক্ষুব্ধ বলরাম-হিয়া ;
শান্ত যেন নীলাম্বর, কৃষ্ণ প্রাণ বিস্তারিয়া।

অনুতাপে ক্ষোভে শোকে কহিছেন বলরাম ঃ—
'দুর্নিবার মোহ ভরে এ কি ভাই করিলাম ;
জীবন যাদের ল'য়ে, জীবন যা'দের তরে,
ভাসায়ে' দিলাম সব, কেমনে জীবন ধ'রে।

'কি হবে এ জীবনের ল'য়ে শূন্য অবশেষ,
পুষ্পহীন পত্রহীন উদাস কানন দেশ ;
রিক্ত শাখি-শাখে আর বসিতে চাহে না পাখী,
মুক্ত পথে যেতে চায়, এ দীর্ণ পঞ্জর রাখি'।

'ক্ষুব্ধ জলধির প্রায়, উদ্বেল হৃদয় উঠে,
বেলাভূমি ভগ্ন করি', কোথা যেতে চায় ছুটে ;
এ অশান্তে ছেড়ে দাও, যাই যেথা শান্তি আছে,
এই নীলিমার পরে, ওই নীলিমার কাছে।'

চাহিল অনন্ত স্নেহে কৃষ্ণ প্রতি বলরাম ;
অনন্ত শান্তির ছবি সে আনন অভিরাম ;
কৃষ্ণ-অষ্টমীর শশী, অলক্ষ্যে উজলি নিশি,
উজলি' নীলাম্বু-অঙ্গ, কৃষ্ণ-অঙ্গে আছে মিশি।

নীলাম্বুর নীল অঙ্গে, তরঙ্গে তরঙ্গে লেখা,
আস্তৃত অনন্ত পথে বিস্তৃত কৌমুদী রেখা ;
সেই দীপ্ত পুলকিত অবলীলাময় নীরে
পুলকিত, কৃষ্ণে হেরি'; কহিলেন ধীরে ধীরে ঃ-

'একি চিত্ত-অবলীলা, সুখ-দুঃখ-অবহেলা,
কালছায়া কোলে ক'রে হৃদয়ের ছেলেখেলা ;
বুঝি নাই এ জীবনে, বুঝি, বুঝিব না আর,
বুঝি, ধারণার নহ, ভাব্য শুধু কল্পনার।

'আধ দীপ্ত চন্দ্রকরে, আধ লুপ্ত দূরতায়,
আধ স্ফুট চক্রবালে, দূর নীলাম্বর-গায়,
ওই দূর নীলাম্বুর ক্ষীণ প্রান্ত রেখাপ্রায়,
আধ স্ফুট, আধ গুপ্ত, অবিজ্ঞেয় মহিমায়।

'আধ আলোকের আভা, আধ অন্ধকার-মাখা,
প্রথম তারাটী যেন গোধূলিহৃদয়ে আঁকা ;
এই ভাবি দেখিয়াছি, এই ভাবি দেখি নাই,
অনুভবে অনুমানে বারে বারে ফিরে চাই।

'হে অচিন্ত্য, হে অনন্ত, হেরেছি অনন্ত বার,
তবু ত' লুকান র'ল ওই হৃদি পারাবার ;
এই, সে অতল হ'তে উত্তাল তরঙ্গ উঠে,
এই, বিশ্ববিমোহিনী শান্তিময়ী কান্তি ফুটে।

'দেখেছি তোমারে সেই মধুময় বৃন্দাবনে,
মধুময় জীবনের প্রথম বিকাশ সনে ;
মধুময় হৃদয়ের অবিরল অবলীলা,
স্নেহ-সঞ্চালিত খেলা, প্রেমবিলসিত লীলা ;

'দেখেছি তোমারে সেই যশোদা-নয়নমণি,
চাতুরী-মাধুরী-ভরা চারু-চপলতা-খনি,
নবীন নীরদদ্যুতি, নধর নিটোল তনু,
প্রীতি প্রতি পলকেতে, কান্তিফুল্ল প্রতি অণু।

'দেখেছি তোমার সেই ননীচোরা ছেলেখেলা,
আবার সে বালকের বিপদেতে অবহেলা,
দেখেছি অদ্ভুত নৃত্য ভীষণ কালীয় 'পরে,
অপূর্ব্ব বালকবীর্য্য গিরিচ্যুত শৃঙ্গ ধ'রে।

'দেখেছি সে কাতরতা তাড়িত গোধেনু তরে,
দেখেছি সে ভালবাসা প্রাণ ভ'রে চরাচরে,
আবার সে কঠোরতা কঠিন কর্ত্তব্য পথে,
ক্রূর কর্ম্ম ভয়ঙ্কর কংশের নিধন হ'তে।

'দেখেছি তোমার সেই বিপন্নে শরণদান,
কাতর আহ্বানে সেই কাতর বিহ্বল প্রাণ,
পীড়িতা লজ্জিতা সেই অসহায়া দ্রৌপদীর
চরম মরমব্যথা-নিবারক দিব্য বীর।

'যে দিন ছিল না কেহ সেই লজ্জা নিবারিতে,
তুমি এসেছিলে ছুটে সে সঙ্কটে উদ্ধারিতে;
তুমি গিরি অগ্নিময় পাপীদন্ত-ভস্মকারী,
তুমি গিরি স্নেহময় তাপিতে দিবারে বারি।

'চিরশাস্তা দুষ্কৃতের, চিরবন্ধু সাধুদের,
বিনামূল্যে কেনা নিধি অশক্ত সে ভকতের,
ভক্তদত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদে কত তুষ্ট হ'য়েছিলে,
স্বর্ণ সৌধ ছেড়ে সেই দীনের কুটীরে ছিলে।

'শুনেছি তোমার সেই কর্ত্তব্যের পরানীতি,
পরাবিদ্যা-আলোকিত লোকাতীত মহাগীতি,
সেই মহা ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধ সমর্থন,
চিন্ময় চিত্তের সেই শান্তি-সুধা বরষণ।

'বিষণ্ণ সে অর্জ্জুনের মোহময় মমতার
মহাগ্রন্থি, কাটিল সে কর্ত্তব্যের ক্ষুরধার;
মোহ-অন্ধে দেখাইলে সে মহান্ পারাবার—
অপ্রকাশ, চিদাভাস, অবিনাশ একাকার।

'অনন্ত তরঙ্গমাঝে অনন্ত স্থিরতা তার;
জলে বিশ্ব উঠিতেছে, মিলাইছে পুনর্ব্বার;
সেই বারি ক্রীড়াকারী, সেই বারি ক্রীড়নক,
সেই বারি ক্রীড়াক্ষেত্র, ক্রীড়াফল-নিয়ামক।

'ঝরিছে অনন্তকাল অনাদ্যন্ত প্রস্রবণে,
চিরপূর্ণ সেই ঝারি চিরন্তন বরষণে,
অনন্ত করিয়া পূর্ণ হ্রাস নাহি পূর্ণতার,
পূর্ণ কালি, পূর্ণ আজি, পূর্ণাধেয়, পূর্ণাধার।

'এই আবরণ খুলে দেখা'লে স্বরূপসার,
বুঝাইলে মূঢ় জনে যাহা নহে বুঝিবার ;
মোহ যেথা নাহি আসে, ভীতি শোক নাহি থাকে,
সে বিশদ আত্মভাসে ভাসিত করিলে তাকে।

'জানি না বুঝিব কবে, জানি না দেখিব কবে,
জানি না ফুটিবে রূপ কবে এই অনুভবে ;
এখনো সকলি মায়া, এখনো সকলি ছায়া,
কবে নেত্রে নিরখিব চৈতন্য-চেতন কায়া।

'বুঝি না সে ভালবাসা স্বকুলে যা' দেখাইলে,
বুঝি না সে ভালবাসা গোকুলে যা' ফিরে দিলে,
জানি না কি সাধে সেই চিরসাধ ভুলে গেছ,
জানি না কি ভুল দিয়ে আমারে তা' ভুলায়েছ।'

কৃষ্ণ-অষ্টমীর চাঁদে চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলে ঃ—
'ওই শশী উজলিলে যমুনার নীল জলে,
ওই শশী উজলিলে শ্যামল কান্তার তলে,
ফুটিল আমার হাসি যশোদা-হৃদয়-দলে।

'ওই শশী ভালবাসি, ভালবাসি সে কানন,
বেসেছি, বাসিব ভাল যতদিন এ জীবন ;
স্নিগ্ধশ্যাম সেই ভূমি, সেই মূর্ত্তি মমতার
চিরস্নিগ্ধ রাখিয়াছে সর্ব্ব দৃশ্য এ ধরার।

'ভুলিনি সে ভালবাসা, নিত্য স্নেহ জননীর,
সেই আলোড়নে এই অচল রহে না স্থির,
পাতাল ফুটিয়া উঠে অন্তর গৈরিক ধার,
অধীরে অনিলে ছুটে মা মা করি অনিবার।

'মর্ম্মে মর্ম্মে সে মমতা মরমে রেখেছি ঢাকি,
মথুরায়, দ্বারকায়, যখন যেখানে থাকি,
সেই গোপগোপিকার প্রিয় পদচিহ্নময়
গোকুলের পথে পথে হৃদয় পড়িয়া রয়।

'কদম্ব পুলকে প্রাণ আজিও পুলকি উঠে,
বকুল ভরিয়া ফুল আজিও আকুলি ফুটে,
এ তনুতে প্রতি অণু সে রেণু মাখিয়া আছে,
এই চিত্তে প্রতি বৃত্তি সেই স্মৃতি রাখিয়াছে।

'রক্তমাংস আবরণে এসেছি গোকুল ছেড়ে,
রক্তমাংসাতীত কায়া র'য়েছে গোকুল বেড়ে,
গোকুলে তিলার্দ্ধ আমি নাহি থাকি অদর্শন,
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে লেখা আছে নিদর্শন।

'নীলবর্ণ রাখিয়াছি নীলধারা যমুনায়,
পীতবাস রাখিয়াছি শশিগৌর সিকতায়,
শতচূড়া রাখিয়াছি কৃষ্ণচূড়া-শতশাখে,
শতবংশীরব করি শত পাখী সেথা ডাকে।

'তমালে পড়িয়া আছে তেমনি আমার ছায়া,
তন্ময় আসিয়া তলে বসেন সে মহামায়া,
কলস্রোতে কূলস্পর্শী কালিন্দীর কলকলে
শুনেন নূপুরধ্বনি পুলিন বিপিন তলে।

'সুন্দর-শিখরচূড়, শ্যামল-কান্তারময়,
বনফুলে বনমালা বুকে বিরাজিত রয়,
রজত-সৈকত-যুত—স্রোতস্বতী-নূপুরিত
সেই বৃন্দাবন আমি, পিক-ভৃঙ্গ-মুখরিত।

'ধেনু যেথা গোঠে গোঠে, ছায়াময় মাঠে মাঠে;
ধেনু ল'য়ে বাটে বাটে, ভানু ওঠে, বসে পাটে;
কিঙ্কিণী-নিক্কণ-প্লুত, হাম্বারব-সম্বলিত,
সেই বৃন্দাবন আমি, বেণুধ্বনি-নিনাদিত।

'এ শ্যামবরণ দেহে চন্দনমণ্ডন-প্রায়,
তৃণপূর্ণ প্রান্তরেতে, যেথা সদা শোভা পায়,
শুভ্র স্বচ্ছ বৎসকুল, শরদভ্র সমতুল,
সেই বৃন্দাবন আমি, গোপবৃন্দ-অনুকূল।

'দুগ্ধ ভাণ্ডে ভাণ্ডে যেথা ক্ষীরাব্ধি উথলি উঠে,
দধির উদধি ভরি নবনী-চম্পক ফুটে,
দোহন-মন্থন-স্বন-সমাকুল সমীরণ,
সেই বৃন্দাবন আমি, অবনীর সুস্বপন।

'অমল অম্বর যেথা, মেলিয়া অনন্ত দল,
সতত পরশি' আছে প্রফুল্ল অবনীতল;
গগনে কাননে ঘেরা, নীলিমা-মহিমময়
সেই বৃন্দাবন আমি, শান্তিসুপ্ত নিরাময়।

'বৃন্দাবনে আছে যা'রা, আমার হৃদয়ে তা'রা;
তা'রা কি হইতে পারে কখন সে কৃষ্ণহারা?
তা'দের নয়নে আমি, হৃদয় আমাতে ভরা,
কৃষ্ণকথা কণ্ঠে কণ্ঠে, কৃষ্ণময় দেখে ধরা।

'বৃন্দাবনে বনে বনে বেড়াই গোপাল বেশে,
সেই ধূলি উড়াইয়ে ফিরি সে গোধূলি শেষে,
প্রতি গোপালের সাথে শ্যামলী ধবলী আসে,
ব্যাকুল জননী-প্রাণ তেমনি আনন্দে ভাসে।

'প্রতি শিশুকণ্ঠে আমি ডাকি মাতা যশোদায়,
প্রতি শিশুরূপে আসি ননীচোরা ননী খায়;
অনন্তে ক'রেছে কোলে, অনন্তে বেসেছে ভাল,
ফুরাবে না সেই সুখ, নিভিবে না সেই আলো।

'অনন্ত এসেছে কাছে, অনন্ত ডাকিছে আজ,
কৃষ্ণ-অষ্টমীর নিশি পরিয়াছে নব সাজ,
জনম আসিয়া আজি মরণে দিতেছে দেখা,
গোকুলের চাঁদে আজি গোলোক-মহিমা লেখা।

'এই জীবনের কাজ ফুরায়ে এসেছে ভাই,
জীবনের শত গ্রন্থি ছিঁড়িলাম আজি তাই ;
আজি নীল তরীখানি নীল নীরে ডুবাইব—
আজি নীল তনুখানি নীলিমায় মিশাইব।

'জীবনে জীবনসখা, জগৎ-জীবনে মাখা,
কৈবল্য-কিরণময় কারণে ছিলাম ঢাকা,
আমি চিত্ত, তুমি চিন্তা, আমি শক্তি, তুমি কাজ,
কৈবল্যে মিলাব আজি উভয়ে উভয়মাঝ।'

বলিলেন বলরাম, আঁখি দুটি ছলছল,
দেখিয়া সে কৃষ্ণমুখে আঁখি দুটি ঢলঢল :—
'নিয়েছি সকল ব্যথা পাতিয়া এ বক্ষঃস্থল ;
কেমনে দেখিবে আঁখি মুদিত ও নীলোৎপল ?

'আজীবন ও জীবনে জীবন মগন আছে,
সন্নিকটে দূরান্তরে অন্তর অন্তর কাছে,
ওই ইচ্ছা পূরাইতে এই ইচ্ছা ক্রিয়াময়,
সব ইচ্ছা এ প্রাণের ও ইচ্ছা ক'রেছে লয়।

'ওই ইচ্ছা পূরাইতে, বাসনা করিয়া ছার,
ছাড়িলাম ভীমার্জ্জুনে, তোমার হৃদয়সার ;
যা' কর তাহাই শুভ, আজীবন জানিয়াছি ;
সেই ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক, সুখে দুঃখে বলিয়াছি।

'আজি যেন অন্তমাঝে আদি এসে মিশিতেছে,
কত জন্ম জন্মান্তর চিত্তপটে ফুটিতেছে,
তোমার অনুজভাবে পদসেবা করিলাম
সেই অযোধ্যায়, আমি সে লক্ষ্মণ, তুমি রাম।

'সে জন্মের সেই সাধ আজি জাগে সুখে দুঃখে—
স্নেহের অনুজ রূপে তোমারে ধরিব বুকে ;
সেই সাধ পূরাইলে সাধের সে বৃন্দাবনে,
বাড়িয়াছে সেই স্নেহ বৰ্দ্ধিত জীবন সনে।

'সেই স্নেহ চিরসিক্ত কালিন্দীর স্নিগ্ধ নীরে,
সেই স্নেহ চিরপুষ্ট কালিন্দীর তীরে তীরে,
পুলিনে, বিপিনে, পথে, গোচারণ-প্রান্তরেতে,
অহোরাত্র পরিব্যাপ্ত বৃন্দারণ্য-সৌন্দর্য্যেতে।

'সেই স্নেহ অঙ্কুরিত একটী অসীম স্নেহে,
পল্লবিত প্রস্ফুটিত একই সুখের গেহে,
দেখিয়াছে এ অনন্তে এক মুগ্ধ নয়নেতে,
বাঁধিয়াছে দু'টী দেহ একমাত্র হৃদয়েতে।

'আজি এই হৃদয়ের পূরাও অন্তিম সাধ—
আপনি ভাঙ্গিয়া দেও এই রক্তমাংস-বাঁধ ;
সংস্কার সংবরি উঠে সুখদুঃখময় ঘন,
গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হইতেছে আবরণ।

'অনন্ত জলধি জলে, আলো আঁধারের কোলে,
জীবনের তরীখানি বিস্ময়-অনিলে দোলে ;
আভাস-সংশয়ময় সে তরঙ্গে ভঙ্গ দেও,
ধ্রুবদীপ্তি অচঞ্চল আকাশে তুলিয়া নেও।

'জ্যোৎস্নাপ্লুত নীলাম্বুতে নীলাম্বর মিশিয়াছে,
ক্ষীরোদে আবার যেন নীলমণি শুইয়াছে ;
ও নীলবরণ ল'য়ে নয়নে দাঁড়াও এসে,
নয়ন মুদিলে এই হৃদয়ে উঠিও ভেসে।'

শশীগৌর সেই তনু, শশীদীপ্ত সেই নীরে,
শশীধৌত তীর হ'তে, ভাসাইল ধীরে ধীরে ;
অনিমিষে সেই তীরে দেখিছে দেখিছে তাই—
এই জীবনের, সেই চিরজীবনের ভাই।

অনন্ত জলধিধারা, উপরে অনন্ত ব্যোম,
জন্ম-মৃত্যু 'প্রকাশিয়া ভাসিছে আধেক সোম ;
ক্রমে নেত্র নিমীলিল, নীলনভঃ মিলাইল,
নীল জলে ভেসে ভেসে, নীলজলে মিশাইল।

রক্তমাংসে বাঁধা সেই অনন্ত চৈতন্যছায়া,
চৈতন্যে জড়ান সেই রক্তমাংস-গত মায়া,
মুহূর্ত্ত আবৃত হ'ল নির্লিপ্ত মমতাধূমে,
সিন্ধু হ'তে দু'টী বিন্দু নীরবে পড়িল ভূমে।

লতাগুল্ম-বিজড়িত সন্নিহিত তরুমূলে
বসিলেন, উরু'পরে রাজীব-চরণ তুলে ;
শ্যামতনু মিশায়েছে শ্যামপত্রাবলী মাঝে,
ক্ষীণ জোছনায় শুধু রাজীব-চরণ রাজে।

অদূরে ভ্রমিতেছিল মৃগান্বেষী সে নিষাদ,
অদৃষ্টে মিটিল তা'র প্রাক্তন-অভীষ্ট সাধ ;
মৃগভ্রমে বাণবিদ্ধ করিল সে কোকনদে,
নিকটে আসিয়া দেখে' কাঁদিয়া পড়িল পদে।

কাতর রুধির পাতে, অকাতর করুণায়,
সভয় কাতর দেখে' অভয় দিলেন তা'য়,
ইষ্টবরে তুষ্ট করে' দিলেন অভীষ্টপদ,
ফুটিল হৃদয়হ্রদে প্রফুল্ল সে কোকনদ।

'অধমে এমন দয়া এ কোন্ উত্তমে করে'—
ভাবিয়া, সে অধমের নয়ন আপনি ঝরে ;
বিচিত্র বিমানে উঠে চলে সে অনন্ত পথে,
বিচিত্র সে কোকনদ হাসে সে অনন্ত হ'তে।

দারুক খুঁজিতেছিল তা'র সে নয়নতারা,
নিশাকান্ত-কান্তি বিনা পান্থ যথা দিশাহারা ;
তুলসীর গন্ধ পেয়ে আনন্দে আসিল ছুটে,
হৃদয়-রাজীবে হেরে', চরণ-রাজীবে লুটে।

দেখিয়া রুধিরধারা শুকাইল ফুল্লমুখ,
নয়নে সলিলধারা বহিয়া ভাসা'ল বুক,
বলিল, 'অনাথ কেন হেথা দ্বারকার নাথ,
কেন নিদারুণ হ'য়ে দারুকে আননি' সাথ?

'বল কোথা বলরাম, কোথায় যাদবগণ?
সুপ্ত কেন যদুকুল? ক্ষত যদুকুলধন;
কে করিল হেন কর্ম্ম নির্ম্মম নিষ্ঠুরতর,
আমার হৃদয়ে কেন বিঁধিল না ওই শর!

'এস কোলে লই তুলে, চির আশা হৃদয়ের,
প্রকাশিতে ভালবাসা নাহি ভাষা মানবের;
দিব না ও ক্ষতে ব্যথা, ও ব্যথা এ মরমের,
পরশিব ক্লিষ্ট অঙ্গ পরশে সে কুসুমের।

'চল রথে, রথিশ্রেষ্ঠ, ফিরে যাই দ্বারকায়,
দ্বারকা আকুল বড় না হেরে তোমায় হায়!
ডাক ভাই বলরামে, জাগাও সে যদুকুল,
দারুকে ভুলায়ে' দেও মর্ম্মভাঙ্গা এই ভুল।'

সন্তপ্তে সান্ত্বনা দিয়া, সান্ত্বনার অধীশ্বর
কহিলেন শান্ত বাণী, ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণস্বর;—
'চিরসুপ্ত বলরাম, লুপ্ত সেই যদুকুল,
মিশায়েছে মহাস্রোতে জলবিম্ব সমতুল।

'যুগ হ'তে যুগান্তরে অনন্ত প্রবাহ বয়,
যুগে যুগে যুগধর্ম্ম শিথিল-বন্ধন হয়,
যুগে যুগে আসি আমি যুগধর্ম্ম দেখাইতে,
শিথিল সমাজগ্রন্থি দৃঢ় ক'রে বেঁধে দিতে।

'আমার প্রকট লীলা সাঙ্গ অঙ্গে অবনীর,
প্রকৃতি ফিরিছে গৃহে, জলধি হ'তেছে স্থির;
জলধি-তরঙ্গ এরা মম চির পার্শ্বচর,
বীচি-চিহ্ন মিলাইছে নিথর জলধি'পর।

'দারুক খুলিয়া নেও দ্বারকানাথের বেশ,
পুলিনবিহারী করি সাজাও আজিকে শেষ,
কৃষ্ণচূড়া বাঁধ শিরে মাধবী ব্রততী দিয়ে',
বনফুলে বনমালা দেও গলে দুলাইয়ে।

'আমারে লইয়া চল স্বচ্ছ সরস্বতী-কূলে,
বসাইয়া দেও ওই ফুল্ল কদম্বের মূলে,
কদম্ব হ'য়েছে দেখ আনন্দের নিকেতন,
তুলসীর পরিমলে পরিপূর্ণ এ কানন।'

ধীরে ধীরে উঠাইল দারুক দ্বারকানাথে,
নীল অঙ্গ নিরুপম হ'য়েছে রুধির পাতে;
নীল গিরিশৃঙ্গে যেন ঝরেছে গৈরিকধার,
কালিন্দী তরঙ্গে যেন রক্তজবা সারে সার।

পশ্চিমবাহিনী সেই স্বচ্ছ সরস্বতী-কূলে,
আনন্দিত কদম্বের আমোদিত পদমূলে,
অন্তিমে আসীন সেই অন্তিমদিনের নাথে
ধীরে ধীরে বসাইল, অষ্টমী অন্তিম রাতে।

কদম্বের কাণ্ডে সেই স্থাপিয়া সুনীল দেহ,
বসিল সে পদমূলে, হৃদয়ে উছলে স্নেহ;
সে অনন্ত স্নেহ তার অনন্ত তরঙ্গ ভরে
আপাদমস্তকে যেন উঠিছে পড়িছে ঝ'রে।

সে নীল কপোল'পরে পলাশলোচন ভাসে,
লীয়মান বিজলীতে এখনো অধর হাসে,
স্পন্দিত হৃদয়'পরে স্পন্দিত সে বনমালা,
সর্ব্বাঙ্গ প্রসন্ন ক'রে স্বর্গীয় প্রসাদ ঢালা।

বিস্ময়ে দারুণ দুঃখে দারুক দেখিল চেয়ে
স্বর্গীয় আলোকে সেই কানন গিয়েছে ছেয়ে,
গরুড়-লাঞ্ছিত রথে অজ্ঞাত অদ্ভুত সূত
লয়ে গেল অস্ত্র বস্ত্র চিরপ্রিয় চিরপূত।

উথলিল দারুকের হৃদয় জলধি প্রায়,
বুঝেও হৃদয় তা'র বুঝিতে নাহিক চায়;
'ওই অস্ত্রে ওই বস্ত্রে এ প্রাণ পড়িয়া থাকে,
কোন্ প্রাণে আজি তাহা কোথায় দিলাম কা'কে!

'তবে কি চলিলে প্রভু দারুকে ফেলিয়া হায়!
কি বলিব বসুদেবে, দেবকী, রোহিণী মায়?
আমাকে পাঠা'য়ে তা'রা র'য়েছে যে অপেক্ষায়,
ঘর পথ করিতেছে মর্ম্মঘাতী উৎকণ্ঠায়।

'কি বলিব—প্রিয়সখা ওই হৃদি মরমের,
তুমি যে জীবন সেই প্রিয়তম জীবনের—
কি বলিব সে অর্জ্জুনে, কেমনে সে মর্ম্ম তা'র
ছিঁড়িব নির্ম্মম হ'য়ে, দিয়ে' এই সমাচার!

'কি বলিব বজ্রাহত সে বিপুল পরিবারে,
কেমনে রাখিব সেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পারাবারে!
আমারে জুড়াতে দেও জুড়ন্ত ও বক্ষঃস্থলে,
আমারে মিলাতে দেও মিলন্ত ও নীলোৎপলে।

'লুপ্ত-পূর্ণচন্দ্রপ্রভা পৌর্ণমাসী নিশি সম
পড়িয়া র'য়েছে সেথা সেই দ্বারাবতী মম;
কি দেখিব, কি শুনিব, সে আঁধারে, সে বিজনে;
পিকবর-পরিত্যক্ত যাব না সে শূন্যবনে।'

নির্ঝরিল ক্ষীণধারা;—'সে বিপুল পরিবার
নদনদী মত আজি প্রবেশিবে পারাবার;
শুভ্র-সৌধ-প্রসাধিত, সুপ্রসন্ন বীথিময়,
বেলাশ্রিত ফেননিভ, সিন্ধুধৌত সে আলয়,

'প্রসারিত-শ্বেতপক্ষ, প্রহৃষ্ট মরাল প্রায়,
ঝাঁপ দিবে, সমুচ্ছ্রিত সে নীলাভ মহিমায়;
ইন্দ্রপ্রস্থে যেও তুমি প্রিয়তম পার্থ সনে,
পালিয়া আমার ধর্ম্ম শিখাইও পুরজনে।

'সেই ধর্ম্ম পূর্ণাধার শমদমতিতিক্ষার,
আনন্দে হৃদয়ে ধরে ভৃগুপদচিহ্ন তার;
সেই ধর্ম্ম মাধুরীর মোহিনী মূরতি সার;
অনন্ত কৌস্তুভময় ভূষণ সুকণ্ঠে যার।

'সেই ধর্ম্মে মর্ম্মে উঠে বিশ্ববাঁশরীর রব—
যে রবে নীরব হয় বিপ্লব বৈষম্য সব;
বক্ষঃ জুড়ি আছে তার, অক্ষয়-সৌরভ-ঢালা
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-স্যূত অপূর্ব্ব সে বনমালা।

'সেই ধর্ম্মে মহাডোরে বাঁধা থাকে চরাচর,
হৃদয়ে থাকে না দ্বিধা, জগতে থাকে না পর,
থাকে শুধু ভালবাসা, নিত্য সেবা জগতের,
চরাচর-সন্তোষণে সন্তোষণ এ প্রাণের।

'জীবন আপন নহে, অনাদি-গচ্ছিত ধন;
অনাদি-ইচ্ছিত কার্য্যে করো নিত্য নিয়োজন;
সেই কার্য্য সাধিতেছে অভ্রান্ত অনন্ত শুভ,
মিলাইছে সুখ দুঃখ, দ্বন্দ্বীভূত এই উভ।

'মিলাইছে মহাকাশে আলো আঁধারের খেলা,
মিলাইছে একাকারে সিন্ধুসহ সিন্ধুবেলা,
মিলাইছে চিরস্থায়ী দিনমণি-মহিমায়
এ পরিবর্ত্তনময়ী অমানিশা, পূর্ণিমায়।

'মিলাইছে ভক্তিরূপ মহাদ্রাবে অনিবার
বিদ্যা আর অবিদ্যার অনন্ত খনিজ ভার ;
মন বুদ্ধি, আত্মাসনে বাঁধিতেছে একতানে,
স্ফুরিত করিছে বিশ্ব একটী বিরাট গানে।

'দ্বন্দ্ববিরহিত সেই নিত্য সত্য করি সার,
প্রশান্ত করিও ওই অশান্ত হৃদয়ধার।'
দারুক শুনিয়া বাণী উদার-আদেশ-ময়,
অসীম নির্ভরময় বিনম্র বচন কয় ;—

'হৃদয় চাহিছে ওই চরণে পড়িয়া র'তে ;
সে সাধ ভাসিয়া যাক্ ও অনুজ্ঞা-প্রবাহতে ;
সেধেছি, সাধিব সদা তোমার আদিষ্ট কাজ,
ও অনুজ্ঞা বাঞ্ছারূপে জাগে এ হৃদয় মাঝ।

'জানি না আকাশে কেন শরদভ্র সাজাইলে ;
কেন ভাঙ্গিবার তরে এ পুতুল গ'ড়েছিলে ;
হৃদয়ে বিশ্বাস আছে, ও হৃদয় স্নেহরাশি ;
কেহ না বঞ্চিত হ'বে সে অমৃত তীরে আসি।

'অন্তর চিনেছে তোমা, তোমার সকলই ভাল ;
সকল আঁধার তুমি হাঁসিয়া করিবে আলো ;
এ আশ্বাসে ব'সে রব এই অকূলের তীরে ;
তুমি আনিয়াছ হেথা, তুমি নিয়ে যাবে ফিরে।

'যাও চিরবাঞ্ছা মম, যেথা বাঞ্ছা হৃদয়ের ;
আঁধারে চাহিও ফিরে, ধ্রুবতারা আঁধারের ;
চির বাঁধা ও চরণে দেহ হৃদয়ের সাথ,
দারুকে ভুল না যেন গোলোকে গোলোক-নাথ।

'সান্ধকার শূন্য কক্ষে সুপ্তোত্থিত শিশুসম
যখন আলোক তরে কাঁদিবে হৃদয় মম,
তখন জ্বালিয়ে দীপ, বাড়ায়ে' স্নেহের কর,
দেখা'ও অমৃতরূপ, শুনা'ও অমৃত স্বর।'

উত্তরিল দিব্যকণ্ঠ ধীর অনুদাত্ত স্বরে ;—
'ভুলি না বালুকা-কণা একটি তিলেক তরে ;
নয়নে, শ্রবণে, চিত্তে, ধারণায়, কল্পনায়
দেখা দিব পলে পলে প্রভাসিয়া এ ভূমায়।

'দেখিও আমারে ওই আকাশের নীলিমায়,
দেখিও আমারে এই ভূতলের শ্যামতায় ;
নীল নীরদের 'পরে ফুটিলে বিজলী শোভা,
দেখিও আমার শিরে চূড়াটী সে মনোলোভা।

'সায়াহ্নে দেখিবে যবে একে একে তারাদল
ফুটিবে আকাশ পটে, নীলকান্তি নিরমল ;
তখন সে মনে মনে, করিয়া এমনি স্নেহ,
ভূষণে ভূষিত ক'রো আমার এ নীলদেহ।

'প্রকৃতির পূর্ব্বদ্বারে, প্রভাতে ডাকিলে পাখী,
প্রতিদিন দেখিও এ আমার পলাশ আঁখি ;
ফুটেছি অনন্ত হ'তে, অনন্তে মুদিব আজ,
প্রতিদিন প্রতি পুষ্পে দেখিও নূতন সাজ।

'অনিলে করিও সুখে এ পরশ অনুভব,
সলিল-কল্লোল মাঝে শুনিও আমার রব ;
তৃণ হ'তে তারকায় এই হাস্য, এই ভাষা ;
আমি জগতের সুখ, আমি জগতের আশা।

'জনক-জননী-স্নেহে পাইবে আমার স্নেহ,
দারা-পুত্রকন্যারূপে ভরিয়া থাকিব গেহ,
অক্ষয় ভাণ্ডার খুলে ভালবাসা ঢেলে দিব,
প্রীতি-দানে-প্রতিদানে গৃহে বিশ্বে মিলাইব।'

ক্রোড়ে সে যুগলপদ, বসিয়া রহিল সূত ;
অপূর্ব্ব আগ্নেয়ী যোগে মিলাইছে পঞ্চভূত ;
সেই দিব্য দেহগন্ধ ঘ্রাণে নাহি পায় আর,
ক্রমে শুকাইয়া এল প্রসন্ন পীযূষ তা'র,

দেখিতে দেখিতে আর দেখে না সে দিব্যরূপ,
পরশে আসে না ক্রমে সে পরশ অপরূপ,
শ্রবণে পশিছে শুধু কৃষ্ণময় মহাশব্দ,
সেই শব্দ মিলাইলে, অনন্ত হইল স্তব্ধ।

তৃণ হ'তে তারকায় দারুক দেখিল চেয়ে,
তৃণশ্যাম সে ছবিতে অনন্ত গিয়েছে ছেয়ে;
তৃণেতে হ'য়েছে তৃণ, উঠেছে সে তারকায়,
দিগন্তে অনন্ত হ'য়ে ফুটে আছে নীলিমায়।

পশ্চিমবাহিনী সেই পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী,
পশ্চিম সীমান্তে তা'র পশ্চিমের জলপতি,
আরো পশ্চিমেতে সেই পশ্চিমের নীলাকাশ,
পশ্চিমে সে পশ্চিমের যেন তা'র নীলাভাস।

পূরবে চাহিয়া দেখে, মিলায় শর্ব্বরী-ছায়া,
ঊষার অপূর্ব্বাভাসে ফুটিছে জগৎ-কায়া;
নবীন গগনপটে নবোদিত দিনমণি ;—
মেলেছে অরুণ আঁখি যেন তা'র নীলমণি!

নারদের ব্রহ্মদর্শন।



[শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্তে লিখিত আছে, তিনি এক ঋষিগৃহে দাসীর পুত্র ছিলেন। ঋষিদিগের নিকট তিনি হরি-বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষা পাইয়াছিলেন। একদা যখন ঋষিরা তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিলেন, হঠাৎ একরাত্রিতে তাঁহার মাতার সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। ইহার পর তিনি গৃহত্যাগ করিয়া বনে বনে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন। একদিন অতিশয় শ্রান্ত হইয়া তরুতলে বিশ্রামকালে ধ্যানমগ্ন হইয়া নিখিলরূপী হরির দর্শন পান। এই কথা অবলম্বন করিয়া এই কবিতা রচিত হইয়াছে।]

নিবিড় তিমিরময়ী মহাঘোরা অমানিশি;
ঘন ছায়া মাঝে তা'র মহীতল গেছে মিশি;
কি কঠিন যবনিকা ভীম বিভীষিকাময়;
শত সূর্য্যচন্দ্র বুঝি পারে না করিতে ক্ষয়।

করাল বেষ্টনে তার অবনী হয়েছে শব;
বক্ষে স্পন্দমাত্র নাই, রুদ্ধকণ্ঠে নাহি রব;
ধরণী-হৃদয়ে যেন চাপি মহা কৃষ্ণ শিলা
আঁধার দিগন্ত ব্যাপি করিছে বিকট লীলা।

রজনীর অন্ধকারে বিজন প্রান্তর পারে
নারদ বসিয়া আছে পর্ণকুটীরের দ্বারে ;
শূন্যগৃহ শূন্যমনে র'য়েছে নীরব হ'য়ে,
আনন্দের মূর্ত্তি গেছে আনন্দ-নিনাদ ল'য়ে।

আজি সে জননীহারা, একাকী সংসারবনে,
অবনী দেখিছে শূন্য নিরানন্দ শূন্য মনে ;
সে আশা ভরসা বল সহায় সম্বল ধন
নিমেষে হয়েছে হায় নিরাশায় নিমগন।

অধম দাসীর পুত্র সম্মান-সম্পত্তি-হীন
দরিদ্রা জননী সনে হরষে কাটা'ত দিন ;
আজন্ম-আলম্ব আজি কোথায় অদৃশ্য হ'ল,
হৃদয় ভীষণ শূন্যে ভয়াকুল প'ড়ে র'ল।

নয়নের স্নিগ্ধালোক, হৃদয়-পুলকরাশি,
অমৃত-লহরী সদা পরশে উঠিত ভাসি,
সর্ব্বাঙ্গে বেড়া'ত খেলি দেবতার দিব্য ছায়া,
পূর্ণ মমতার ছবি, হাস্যময়ী মহামায়া।

শ্রবণ-তর্পণ কত কণ্ঠের কোমল তান,
স্বর্গের বিহঙ্গ যেন লুকায়ে করিত গান ;
কোথা সে মধুর ভাষা, সে পরশ কোথা আজি,
কোথা সে আননখানি, ত্রিদিব ফুলের সাজি।

হৃদি মাঝে মরুভূমি, নয়নেতে অন্ধকার,
নীরবের নির্জ্জনের মারাত্মক কারাগার ;
কেবা চা'বে তা'র পানে, কেবা সাড়া দিবে তা'রে,
তরঙ্গ-তাড়িত তৃণ কে রাখিবে পারাবারে।

অমার সে আঁধারেতে মিশায়ে আঁধার প্রাণ,
নারদ করিছে বসি বিষম দুঃখের ধ্যান ঃ—
"তবে কি করুণানিধি করুণার নিধি নয়,
কা'র এ নিষ্ঠুর বিধি তিনি যদি দয়াময় ?

কে করিছে এই খেলা, মমতাবিহীন লীলা,
কোমল তৃণের 'পরে কে ফেলিছে দৃঢ়শিলা,
স্বহস্তে কুসুম গড়ি কে ছিঁড়িছে দল তা'র,
কে আলো জ্বালিয়া নিত্য করিতেছে অন্ধকার ?

মহাজ্ঞানী ঋষিকুল শিখালে কি মহাভুল,
এ অনন্ত দুঃখ কি হে সে দয়ার অনুকূল ;
আমার সর্ব্বস্ব যাহা, যে হরিয়া নিল তাহা,
তাহারে কেমনে আমি বলি দয়াময় আহা ?

শক্তির বিকাশ দেখি, করুণা-আভাস কই ?
প্রবল প্রতাপে তিনি বিপুল-ব্রহ্মাণ্ড-জয়ী ;
দারুণ শাসন তাঁর নিমেষে নির্ম্মূল করে
যা কিছু গড়িয়া তুলে মানব-জীবন ধ'রে।

মত্ত প্রভঞ্জনে তিনি করাল-বাসনাময়,
পালটিলে একবার ভূমণ্ডল চূর্ণ হয়,
কি ভীষণ ক্রীড়া তাঁর সদা অম্বুরাশি ল'য়ে,
বসুন্ধরা সশঙ্কিত ভীম বজ্রধর ভয়ে।

হায় মানবের সাধ, হায় ব্যর্থ চেষ্টা তার,
পঙ্গু যেন বাড়াইছে বিকলাঙ্গ অনিবার,
অদৃষ্ট পাষাণচক্রে পিষিছে সর্ব্বস্ব তার,
স্বর্ণমুষ্টি মুষ্টিমাঝে হইতেছে ধূলিসার।

হায় মানবের তৃপ্তি চির মরীচিকাময়,
প্রতীচীর মেঘমালা ক্ষণে দীপ্ত ক্ষণে লয়,
বাসনা বাসনামত সাজাইছে চারিধার,
বিকৃত করিছে সব ক্রূর হস্ত বিধাতার।

হায় তীব্র পরিহাস বিচিত্র এ দেবতার,
আহা, যা পাবার নয় বাড়ায় মাধুরী তার;
মোহন আকার তা'র বিদারি মরমাধার
জাগাতে ঘুমন্ত ব্যথা ফিরে আসে বারবার।"

আকাশ পাতাল ভাবে নারদ পাগল প্রায়,
হৃদয় হৃদয় ছিঁড়ে অনন্তে ছুটিতে চায়,
ভাবে, "এ পাষাণ কেন কুসুমের শোভা ধরে,
কেন না নির্ব্বাণ হয় এই আলো চিরতরে?

প্রভাত অম্বরে কেন জবার রুচির আভা,
পূর্ণিমা ত্রিযামা মাঝে চারু চন্দ্রমার শোভা,
শশীসূর্য্য সুপ্ত হ'লে, কেন শান্ত সুষমায়
নক্ষত্র-বিচিত্র নভঃ পবিত্র প্রসাদে চায় ?

লাবণ্যের সপ্তসিন্ধু সপ্তবর্ণ শক্রধনু
গগনে দেখায় কেন রূপরসময় তনু,
আলোকের ছায়া ধরি, সুখে শান্তি যুক্ত করি,
কেন সে আনন্দ ঢালে ব্রহ্মাণ্ড হৃদয় ভরি ?

বিশ্বদেব ! সৌম্যমূর্ত্তি বিশ্বে দেখা'ও না আর,
রুদ্ররূপে হুহুঙ্কার কর বিশ্বে অনিবার,
সোণার প্রতিমা খানি হয়ে যাক্ ছারখার,
অনন্ত সৌন্দর্য্যখনি হৃদয়ে ধ'র না আর।

ভীষণ জ্বালায় জ্ব'লে হৃদয় হই'ছে খার,
অদৃশ্য কি অজগর ঘেরিয়াছে চারিধার,
অনন্ত দংশনে তা'র মর্ম্ম করে হাহাকার,
এ বিষের নাহি শেষ, এ দাহ কি অনিবার ?

কে নিবাবে এ আগুন, অনন্ত পুড়িছে যা'য়,
শীতল করিবে তারে সুশীতল বরষায় ;
আছে কি শান্তির উৎস অক্ষয় প্রবাহ যার,
দাবানল নিবাইতে কোথা আছে পারাবার ?"

বিষাদের অবসাদে অবসন্ন দেহ মন,
অবনী ঘূর্ণিত হয় নয়নেতে অনুক্ষণ ;
শ্রান্ত দেহ নিপতিত হ'ল ধরণীর গায়,
স্থিরদৃষ্টি নেত্রদ্বয় ঊর্দ্ধে অনিমেষ চায়।

অর্দ্ধেক রয়েছে ঘুমে, অর্দ্ধমাত্র জাগরণে,
অর্দ্ধেক নয়নে দেখে, অর্দ্ধেক বিস্মিত মনে ;
নীল গগনের তৃপ্তি, শান্ত কান্তি তারকার,
নয়ন তর্পণ করি, প্রবেশিল প্রাণে তার।

অনন্ত আকাশ কহে অনন্ত বারতা তার,
হৃদয় দিতেছে সায় কীর্ত্তনে সে মহিমার,
নয়ন বহিয়া নীর সিক্ত করে ধরণীরে,
ধাইল চিন্তার স্রোত অনন্তের পুণ্যতীরে ঃ—

"অসীম অম্বর যাঁর প্রতিবিম্ব চমৎকার,
বিশাল বারিধি বক্ষে বিস্তৃত আসন যাঁর ;
তাঁর কি ইয়ত্তা হয় মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞানে,
অনন্ত রহস্য তাঁর কে আনিবে অনুমানে ?

অন্তহীন ওই পথে কি জনতা জ্যোতিষ্কের,
কি সাক্ষ্য দিতেছে তা'রা কি মহান্ মস্তিষ্কের
এই পূর্ণতার ছবি কে বলিবে অঙ্গহীন,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সৃষ্টি, আমারি এ দৃষ্টি ক্ষীণ।

কোটী কোটী গ্রহ তারা বাঁধা নিয়মের ডোরে
চক্র পরে চক্রাকারে অবারিত পথে ঘোরে,
কত বিশ্বচারী কেতু বিপুল বিপুল কায়
অবাধে চলিছে বেগে গোলকের জনতায়।

সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা হেথা, সকলি ব্যবস্থাময়,
উপযোগিতার মূর্ত্তি এ বিরাট সমন্বয় ;
এ নীতি যাহার স্ফূর্ত্তি সে কি দিবে অমঙ্গল,
শৃঙ্খলার বিধাতায় কে বলিবে উচ্ছৃঙ্খল ?

তিনি কি বিবেকহীন বিবেক যাঁহার ছায়া,
তিনি কি মমতাহীন মমতা যাঁহার মায়া,
জীবের হৃদয়ে যিনি দয়ার জাহ্নবীধার
তিনি কি আপনি নন সে দয়ার পারাবার ?

বিশ্বের উদ্দেশ্য কিবা ক্ষুদ্র কীট কি বুঝিব,
অসীমের পরিমাণ ক্ষুদ্র মনে কি করিব ?
অতল সাগর যা'র পায় না অতল তল,
সে গভীর চিত্তলীলা কে দেখিবে অবিকল ?

জানি না কিছুই, শুধু জানি প্রাণ কিছু চায়,
এ শূন্যে নির্ভরভূমি খুঁজিয়া কোথায় ধায়,
অসীম অভাবে যেন হৃদয় রয়েছে খালি,
কা'রে নিত্য যাচিতেছে দিবারে অমৃত ঢালি।

যেন এই ক্ষুদ্র প্রাণ কোন অসীমের ছায়া,
ভুলে তবু ভুলে না সে প্রিয় হ'তে প্রিয়কায়া,
প্রাণে যেন রুদ্ধ বায়ু আঘাতিছে রুদ্ধ দ্বারে
কোন মুক্ত অনিলের প্রবাহেতে মিলিবারে।

শান্ত ও অনন্ত হ'তে কে যেন সতত ডাকে,
দেখি দেখি ফিরে আর দেখিতে না পাই তা'কে,
কি যেন সুদূর পথে শ্রবণ শুনিতে পায়,
স্মরণ জাগায়ে দিয়ে কোথা সে ভাসিয়ে যায়।

উদয়াস্তে তপনের কে জাগে সে প্রতিমায়,
কুসুম হৃদয় খুলে কাহারে দেখা'তে চায়,
শ্যামল প্রান্তর যেথা মিশে দূর নীলিমায়,
কা'র সনে মিশে সেথা প্রাণ না ফিরিতে চায়।

কে বল হাসিয়া আসে চারু চন্দ্রমার সনে,
নীরবে প্রাণের কথা কে কহে বিজন বনে,
বিহঙ্গ-কূজনে উঠে কাহার কণ্ঠের তান,
কল্লোলিনী-কলনাদে কা'র মরমের গান।

মানবের অলঙ্ঘিত, চৈতন্যের আভাময়,
তুষার-ধবল শির তুলে যেথা হিমালয়,
বনরাজি-বিরাজিত শৃঙ্গকুল উল্লঙ্ঘিয়া
কাহার সান্নিধ্য সেথা অনুভূত করে হিয়া?

কেন চিত্ত নৃত্য করে শিখীসম সমুল্লাসে
শুভ্র-অভ্র-সুলাঞ্ছিত রোমাঞ্চিত নীলাকাশে,
কেন চিন্তা মগ্ন হয় অচিন্ত্যের পারাবারে,
অম্বর গম্ভীর যবে সনীর অম্বুদ ভারে ?

কেন সে শিশিরসিক্ত শ্যামা ধরণীর সনে
অলক্ষ্য শিশিরধারা স্নিগ্ধ করে শ্রান্ত মনে,
কেন নির্ঝরের সনে অতর্কিত প্রস্রবণে
আনন্দ উথলি উঠে নিভৃত অন্তর বনে ?

লতায় পাতায় তৃণে হৃদয় গ্রথিত কেন,
এ বিশ্বের বর্ণে গন্ধে মানস বিমুগ্ধ হেন ;
মলয় সতত যেন সাধের আলয় হ'তে
সাধের সামগ্রী এনে সন্তোষে প্রবাস পথে।

কেন মর্ম্ম সমীরণে মর্ম্মরে সে তরুমূলে,
ঊর্দ্ধে মিলে খগদলে উড়ে চলে নীড় ভুলে,
কেন সিন্ধুগামী স্রোতে হৃদয় অধীরে ধায়
পরিব্যাপ্ত পারাবারে পশিবারে পূর্ণতায়।

এ আকাঙ্ক্ষা যাঁর তরে তিনি কি দারুণক্রিয়,
প্রেমহীন যদি তিনি কেন তবে এত প্রিয় ?
করুণা কল্পনা যদি কেন প্রাণে এত আশা ;
কে ফুটাবে চিদাকাশে সে বিশাল ভালবাসা ?

এ বিশ্ব লুটায় যাঁর চরণযুগল তলে,
তিলেক স্মরণে যাঁর, প্রাণের পাষাণ গলে,
যাঁহার মোহন নামে ভুবন অভয় পায়,
কেন রে অভাগা আজি ভীতিভাবে ভাবে তাঁয় ?

যাঁর দীপ্তি নীলিমায়, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকায় ;
যাঁর পূর্ণ প্রতিভায় প্রতিভাত সমুদায় ;
কেন সে পর্য্যাপ্ত জ্যোতি জাগেনা এ হৃদিময়,
কেন এ মলিন মন কেবলি মলিন রয় ?

ভূলোকে আমার তরে কি বল আলোক আছে ?
চন্দ্র সূর্য্য আভাহীন আজি অভাগার কাছে ;
তুমি না চাহিলে ফিরে কে চাহিবে বিশ্বে আর ?
বিশ্বের নিজস্ব তুমি, সর্ব্বস্ব যে অভাগার।

কি দেখাবে দিবাকর তুমি নাহি দেখা দিলে,
এ ঘন কি দীপ্তি পায় সৌদামিনী চমকিলে ?
তুমি যে জ্যোতির জ্যোতি, চেতনাচৈতন্য সার,
আঁধার আলোক হয় খুলিলে তোমার দ্বার।

অকূল তরিতে আজি ব্যাকুল হৃদয় প্রাণ
আসিয়া দাঁড়ায়ে আছি কর দেব পরিত্রাণ,
দেখা'ও হৃদয় খুলি প্রাণের ঈপ্সিত ধন,
দরশন দিয়া কর মোহ ভয় নিবারণ।

এ ধূলি ধূলায় থাক্, অনিল অনিলে যাক্,
অনন্ত উচ্ছ্বাসে প্রাণ অনন্ত আশ্বাস পা'ক্,
অনন্ত স্মৃতির মাঝে অনন্ত বিস্মৃতি দেও,
শ্রান্ত ক্ষুব্ধ প্রাণ ওই শান্ত স্তব্ধ ক্রোড়ে নেও।

অসম্ভব আশা মোর সম্ভব করহে তুমি,
অমৃতে হরিত কর এ হৃদয় মরুভূমি,
বুঝাও যা বোধাতীত, বুদ্ধিমাঝে বিপরীত,
দেখাও যা চিরস্থির, চিরমিষ্ট, চিরহিত।"

নিদ্রাতুর নারদের নেত্রদ্বয় নিমীলিল,
অপরূপ মহাদৃশ্য বিশ্বময় প্রকাশিল ;—
জল নাই, স্থল নাই, নীলনভস্তল নাই,
সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্রমণ্ডল নাই,

ঊর্দ্ধ নাই, অধঃ নাই, গতি নাই, স্থিতি নাই,
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, দিবা কিংবা রাতি নাই ;
মহাশূন্য অনাধার, নাহি আলো অন্ধকার ;
শব্দ স্পর্শ গন্ধহীন অরূপের পারাবার।

সহসা উঠিল ধ্বনি, কাঁপিল অনন্ত সৎ,
স্ফুরিল অনিলরাশি পূরিয়া অনন্তপথ,
রূপের অপূর্ব্ব ভাসে অখিলে আলোক হয়,
মহারোলে মহামার্গ জলে হ'ল জলময়।

মথিয়া সলিলরাশি বীচিকুল উথলিল,
আমোদিনী মেদিনীর শ্যামমূর্ত্তি বাহিরিল,
হরষে সে তেজোরাশি চলিল মণ্ডল ক'রে,
নীলাম্বর সম্ভাষিল গম্ভীর অম্বুদ-স্বরে।

জগৎ জাগা'য়ে সুখে নবীন সে দিনমানে
দিনমণি দেখা দিল সহস্র রশ্মির যানে,
শর্ব্বরীর শিরোভূষা আসিল শর্ব্বরী সনে
অমল গগনতলে লইয়া তারকাগণে।

জলে স্থলে অনিলেতে স্পন্দিল অসীম প্রাণ,
আলোকে বিচিত্র ছায়া ক্ষণে হ'ল অনুমান;
ক্রমে ছায়া কায়াময় বর্ণে বর্ণে বিভাসিত,
ভুবন ভরিয়া হ'ল জীবমূর্ত্তি বিকাশিত।

কণ্ঠে কণ্ঠে উঠিল সে নিখিল মুখরধ্বনি,
অনাদির আদি স্ফূর্ত্তি, ব্রহ্মাণ্ড আনন্দখনি;
বিহঙ্গ সঙ্গীত-স্রোতে প্লাবিত করিল ভবে,
মানব বিমুগ্ধ প্রাণ ঢালিল ওঙ্কার রবে।

নারদ বিস্মিত চিতে দেখিছে বিস্ময়কর
সৃষ্টির এ মহালীলা, মহাকাব্য মনোহর;
বিস্মিতে বিস্মিত করি একি দৃশ্য তা'র পর;
হৃদয় বিভোর হ'ল বাষ্প বহে দরদর!

দেখিল জননী তা'র অনন্তে অনন্তরূপ ;
সেই ছবি, সেই ছায়া, জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ ;
সেই মূর্ত্তি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, বায়ুপথে,
মণ্ডলে মণ্ডলে চলে দিব্য আলোকের রথে।

রবিতে তাহার ছবি রক্তিম গগনে ফুটে ;
শশধর সেই হাসি ল'য়ে আকাশেতে উঠে ;
অনিলে তাহার মায়া, তটিনীতে স্নেহধারা,
পারাবারে প্রেমরাশি উথলে আকুল-পারা।

নারদ আকুল হ'য়ে চাহিল গৃহের পানে,
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি সেইরূপে সেইখানে ;
আজন্মের লীলাভূমি তেমনি সে গৃহখানি,
তেমনি ধ্বনিছে সেথা সে আনন্দময় বাণী।

তখন কাঁদিয়া বলে "কোথা মা কোথায় ছিলে,
অবোধ সন্তানে কেন এত ক'রে কাঁদাইলে ;
জননী যেও না আর স্নেহের সন্তানে ফেলে ;
বল সে অপার হ'তে কেমনে ফিরিয়া এলে ?"

বিশ্বময়ী সে মূরতি কহিল "সন্তান মোর,
কেঁদ না কাতরে আর ফেলো না নয়ন-লোর,
ছাড় সেই মহাঘোর, ভুলে যাও সেই ভুল ;
দেখিলে নয়নে আজি অনন্ত শান্তির মূল।

আমি ত' যাইনি কোথা, চিরদিন আছি এই,
আমার উৎপত্তি কোথা, আমার বিনাশ নেই,
কালের হিল্লোলে দুলে যুগ আসে যুগ যায়,
আপনাতে চিরদিন দেখিতেছি আপনায়।

আমি সেই আদি সত্তা, বিশ্বের কারণ ছায়া ;
অনন্ত এ বিশ্ব শুধু আমার অনন্ত মায়া ;
ইচ্ছাময় ঊর্ণনাভ শূন্য পূর্ণ করে ক্ষণে;
ইচ্ছায় মিলায় পুনঃ নির্ব্বিকল্প নিত্য মনে।

এ বিপুল স্থূল দৃশ্য, এ জঙ্গম সমাহার
আমার নিশ্বাস মাত্র, আমার স্পন্দন সার ;
আমা হ'তে স্রুত সব, আমাতে বিদ্রুত সব,
আমি বাষ্প, আমি ধারা, আমিই সে মহার্ণব।

ইচ্ছায় অনল জ্বলে, ইচ্ছায় অনিল ধায়,
ইচ্ছায় সলিলরাশি ভুবন প্লাবিয়া যায়,
উন্মীলিছে নিমীলিছে কত সূর্য্য কত সোম,
বিকাশে বিলয়ে আমি সেই চির পূর্ণ ব্যোম।

আসিব কোথায় আমি, কোথা বা যাইব চ'লে ?
রয়েছি ঊর্দ্ধের ঊর্দ্ধে, আছি অতলের তলে ;
দিগন্ত ছাড়ায়ে কত আমার অনন্ত মেলা,
তরঙ্গের ভঙ্গ নাই, এ সিন্ধুর নাহি বেলা।

রেণুটীও কোথা নাই আমা হ'তে ছিন্নপ্রাণ,
অনন্তের দ্বিত্ব নাই, নিত্য একে অবস্থান ;
নয়নে নয়নে আমি, অন্তরে অন্তরযামী,
প্রতি আত্মা এক রশ্মি প্রতিবিম্ব-অনুগামী।

আমি মুক্ত মহাপ্রাণ লোকে লোকে বিদ্যমান,
কভু বিশ্বে বিশ্বময়, কভু অণু অনুমান ;
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহেতে পরিপূর্ণ চরাচর,
রূপে রূপে সঞ্চারিত, নিত্যরূপী নিরন্তর।

বীজ হ'তে অঙ্কুরেতে করিতেছি বিচরণ,
অঙ্কুর হইতে বীজে করি পুনঃ আবর্ত্তন ;
এ জগৎ স্থিতিময়, ধ্বংস শুধু রূপাত্যয়,
কালচক্র শাশ্বতের আদি অন্ত সমন্বয়।

হৃদয়ে প্রবেশ করি দেখ সেই পূর্ণাধার ;
জননী অন্তরে তব, কোথায় খুঁজিবে আর ?
তোমার জননী আমি, তুমিও ত' সেই আমি,
কোথাও তরঙ্গে উঠি, কোথাও যেতেছি নামি।

এ বিশ্ব ঘুমায় জাগে আমার অসুপ্ত কোলে,
সুপ্তি জাগরণে সেই অমৃত সাগরে দোলে ;
অমৃতে ভাসিছে ক্ষণে, অমৃতে নিমগ্ন ক্ষণে,
আনন্দ-বিহঙ্গ জীব নিয়ত আনন্দ বনে।

অনন্ত আমার রূপ, অনন্ত আমার ভাষা,
মিটাই প্রাণীর প্রাণে কত মতে কত আশা ;
যে হৃদয়ে যেই ধ্বনি, আমি প্রতিধ্বনি তা'য়,
যে রূপে আমারে চায়, সেরূপে আমারে পায়।

আমি এ কিছুই নই, তবু এ সকলি আমি,
ভাবনা ভাবিতে নারে, আমি চির সহগামী,
যে না দেখে আর কিছু, সে আমার দেখা পায়,
মিলায় মায়ার মায়া ভূমার সে মহিমায়।

নাহি খণ্ড, নাহি ছেদ, সর্ব্ব দ্বন্দ্ব হেথা শেষ,
নাহি ঘাত, প্রতিঘাত, ব্যথা বিপর্য্যয় লেশ,
অকলঙ্ক, অনাবিল, অনাদি, অনন্ত, স্থিতি,
অস্খলিত, অবিকল, শিবময় মহানীতি।"

ভাঙ্গিল সে দেবনিদ্রা প্রভাতের প্রতিভায়,
আলোকে আনন্দ করি অনন্ত বিহঙ্গ গায় ;
অশরীরী বাণী বলে "নারদ ! নয়ন মেল,
হারান জননী সনে লুকান রতন এল।"

নারদ উঠিয়া সেই উষার ছটায় চায়,
আনন্দ উছলে প্রাণে, হৃদয় পুলকে ছায় ;
বীণার ঝঙ্কারে উঠে ব্রহ্মসনাতন নাম
নিরালম্ব, নিরঞ্জন, চিদানন্দ, চিদারাম।

অনন্ত বিমান-পথে আনন্দ-বিমানে ধায়,
গাহিয়া অনন্ত গীত পূর্ণব্রহ্ম মহিমায়;
একান্তে অনন্ত শূন্যে উন্মীলিত নীলিমায়
চাহিলে, সহজে সেই মহাগীত শুনা যায়।

ব্যাস-নারদ-সংবাদ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনা অবলম্বনে রচিত)

অনন্ত শিখর মালা, অনন্ত তুষার-ময়,
অনন্ত অম্বর তলে, আনন্দে বিম্বিত হয় ;
আনন্দ-বিম্বিত ব্যোম, আনন্দ-বিম্বিত ধরা,
আনন্দ-প্রতিমা বিশ্ব, চন্দ্রিকা-পুলক-ভরা।

আনন্দের প্রতিবিম্ব, অনন্ত তারকাকুল ;
শশিস্নাত পত্র পুষ্প নিম্নে তার সমতুল ;
উদার গগন প্রায়, কানন উদার যেন ;
আনন্দময়ের রূপ, কোথা নিরূপিত হেন !

হিমকণা-প্রবাহিণী ক্ষীরগঙ্গা প্রবাহিছে ;
সুধাকর হ'তে যেন সুধাধারা বরষিছে ;
তরল তরঙ্গ ভঙ্গে মুখর শিখর-কুল ;
দিবস-উন্মেষ বলি বিহঙ্গ করিছে ভুল।

অনিল খেলিছে সুখে হিমানীর কণা ল'য়ে,
বিলায় বিটপীকুলে, সৌরভের বিনিময়ে ;
জ্যোতির্ম্ময় মহোৎসবে মত্ত যেন প্রতি রেণু ;
প্রতি রন্ধ্রে জয়ধ্বনি করে যেন বিশ্ব-বেণু।

এই পুণ্য সানুদেশে পুণ্য বদরিকা ধাম;
জ্ঞানের প্রবাহ যথা প্রবাহিত অবিরাম;
বেদধ্বনি-বিধূনিত পবন পবিত্র কত,
বিশ্ব-তত্ত্ব আলোকিতে চন্দ্র সূর্য্য সদা রত।

উপনিষদের বাণী, অনাদির ধ্বনি প্রায়,
বিশ্বমর্ম্ম স্পর্শ করি, মর্ম্ম মাঝে শোনা যায়;
মহাভারতের সুধা ক্ষীরগঙ্গা সম ধায়;
পুরাণের পুণ্য কথা পত্রে পত্রে দেখা যায়।

বিস্তৃত বিটপীতলে ব্যাসদেব সমাসীন;
বিষাদের ঘনছায়ে সে আনন জ্যোতিহীন;
শুভ্র জটা বিলম্বিত শুভ্রকান্তি কলেবরে,
শুভ্র শ্মশ্রু সঞ্চালিত অলস অনিল ভরে।

বিস্ফারিত নেত্রদ্বয়, কুঞ্চিত অশান্তি ভরে,
আজি না, চন্দ্রিকা হ'তে আনন্দ সঞ্চয় করে;
চাহিছে না নভস্তলে বিজ্ঞানের কুতূহলে;
মুদিছে না, ধ্যানবলে ডুবিতে কারণ জলে।

ভাবিছেন ঋষিবর, "এই কি হইল ফল!
জলধি মন্থন ক'রে, মিলিল কি হলাহল!
ক্ষিতি হ'তে মহা ব্যোম, ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর,
দেখিলাম, তন্ন তন্ন, অরূপের রূপান্তর।

"দেখিলাম, মহাকাশ, সে সূক্ষ্ম তরঙ্গময় ;
বীচি তার, রূপে রূপে, স্বতঃ পরিণত হয় ;
শ্রবণে, নিনাদ সেই ; নয়নে, আলোক-ভাস ;
উত্তপ্ত-পরশ কভু, কভু, হিমে পরকাশ।

"তড়িতে চমকে কভু, চুম্বক রহস্যময় ;
অদৃশ্য অচ্ছেদ্য সূত্রে এ বিশ্ব গ্রথিত রয় ;
দেখিলাম, সেই শক্তি, অসুপ্ত অনন্তকাল,
অনন্ত চিন্ময় রঙ্গে, রচিছে বিরাট জাল।

"জানিলাম, জীব জড়ে সে প্রভেদ ভ্রান্তিময় ;
এক মূল সত্তা হ'তে উভয়ে বিকৃত হয় ;
জানিলাম, অহং ব্রহ্ম, অণুমাঝে পারাবার ;
তবু ত, হৃদয় মোর শূন্যে করে হাহাকার।

"বুঝিলাম কি বিধানে ব্রহ্মাণ্ড ধাবিত হয় ;
ভ্রতিগ অনুগ স্রোতে বিচিত্র আবর্ত্তময় ;
গ্রহ, তারা, রাহু, কেতু, অয়ন-গ্রহণ-বিধি,
নখাগ্রে প্রস্ফুট যেন অনন্ত এ মহানিধি।

"আলোকিত এ অরণ্যে হৃদয়েতে শান্তি কই ?
আপনাকে দীন ক'রে, হয়েছে সে বিশ্বজয়ী ;
অজ্ঞাত কি ক্ষুধা আজি সুধা মাগে কা'র কাছে ?
এই তৃষ্ণা নিবারিতে, শান্তিবারি কোথা আছে ?"

সহসা সে শূন্য পথে ঝঙ্কার করিল বীণা :—
"সুধা নাই, বারি নাই, হরিনামামৃত বিনা ;
তোমার ব্যাধির তরে একই ব্যবস্থা আছে ;
অকূলে কাণ্ডারী যিনি, সে হরিকে ডাক কাছে।

"এ আনন্দে, ঋষিবর! নিরানন্দ কেন আসে ?
মলিন, বসিয়া এই পরশ-মণির পাশে ?
এখানে কি নাহি তিনি, ত্রিলোক-বিহারী যিনি,
হাস্য যাঁর মধুময়, পূর্ণিমা-চন্দ্রিকা জিনি ?"

দেবর্ষির দীপ্ত তনু ব্যোম-পথে উতরিছে ;
শুভ্রকান্তি শ্মশ্রু জটা শূন্যমার্গ উজলিছে ;
শুভ্রবাসে দেবঋষি, ব্যোম গঙ্গাধারা প্রায়,
কৌমুদী-বসন-ময় ব্যোম-অঙ্গে শোভা পায়।

ঝঙ্কারিল পুনঃ বীণা, "ঋষিবর! দেখ ওই,
প্রফুল্ল যূথিকা যেন, যামিনী জোছনাময়ী ;
বিকশিত দলে দলে মহিমা বিকাশ কার ?
জল স্থল প্রচারিছে কা'র শুভ সমাচার ?

"হিমাচল বাহু তুলে, ধরেছে অম্বর তলে,
অপূর্ব্ব নৈবেদ্য রাশি, উদ্‌গ্রীব কি কুতূহলে ;
আপনি অম্বর, দেখ, শত ফুল্ল শতদলে
সাজায়ে, এনেছে ডালি, দিতে তাঁর পদতলে।

"কানন, চন্দনে যেন লিপ্ত করি বিল্বদল,
মলয়, হৃদয়-ধানে পূর্ণ করি পরিমল,
সলিল, লইয়া নিজ নির্ঝরের মুক্ত ঝারি,
এ মুক্ত মন্দির মাঝে দাঁড়ায়েছে সারি সারি।

"অনন্ত শ্রীহরি রব উঠিছে অনন্তময়,
অনন্ত শ্রীহরিরূপে অনন্ত তন্ময় হয়,
আজি চক্ষু, দিকে দিকে, দেখিছে সে বনমালী,
কর্ণে শুধু, বংশীধারী বংশীধ্বনি দেয় ঢালি।

"হরিময় মহোৎসবে, মধুময় এ কল্লোলে,
ও বিশাল হৃদি কেন বিষাদ-বারতা তোলে ?—
দিব্য নেত্রে নিরখিয়া, পলকেতে আসিয়াছি,
ত্রিলোকের হিতকল্পে দিব্যালোক আনিয়াছি।

"বিশুষ্ক বিজ্ঞান-পথে করিয়াছ বিচরণ,
অনন্ত বিজ্ঞান গ্রন্থ করিয়াছ প্রণয়ন ;
তাই, শুষ্ক দেবদারু, ও দেবদুর্ল্লভ হিয়া ;
সিঞ্চিত করিতে হ'বে, তা'রে স্নিগ্ধ বারি দিয়া।

"বিজ্ঞান অমূল্যনিধি, ধর্ম্মের দ্বিতীয় প্রাণ ;
সমুজ্জ্বল সেই মার্গে, নিত্য ব্রহ্ম বিদ্যমান ;
কিন্তু, তার তেজোরাশি সহজে বিদগ্ধ করে
কোমল যে বৃত্তিচয়, মানব হৃদয় ধরে।

"মানব হৃদয়-তরু উত্তাপ যেমন চায়,
তেমনি সলিল মাগে, তৃষিত চাতক প্রায় ;
ধর্ম্মের আকাশে তাই, চন্দ্র সূর্য্য যুক্ত আছে ;
ভক্তির সুস্নিগ্ধ ছায়া, জ্ঞানের আতপ কাছে।

"হায় মুগ্ধ দার্শনিক ! সোহম্-সিদ্ধান্ত-সার !
তোমার যা মহাপ্রশ্ন, কি মীমাংসা এতে তা'র ?
তুমি সেই ?—অন্তহীন রোগ-শোক-পারাবার !
মর্ম্মকৃন্তনের চির, মর্ম্মভেদী হাহাকার ?

"রিক্ত এই জ্ঞানে, তুমি, যা' ছিলে, তাহাই র'বে ;
শুধু, সে কালিমা তব, অসীমা প্রতিমা হ'বে ;
দুর্ল্লভ মঙ্গল মূর্ত্তি, স্ফূর্ত্তি পা'বে কোন্ জ্ঞানে ?
কে অমৃতে যুক্ত হ'বে, বিনা তাঁর বরদানে ?

"সোহমেতে শান্তি নাই, যদি নাহি দেন তিনি
শান্তিময় ক্রোড় তাঁর, শান্তি-উৎস বিশ্বে যিনি ;
তিনি বিশ্বে পিতা মাতা, স্নেহময় বন্ধু ভ্রাতা,
তিনি পুত্র কন্যা দারা, সর্ব্বাঙ্গীন সুখদাতা।

"পিতার অসীম স্নেহ, মাতার অনন্ত মায়া,
সংসারের সব প্রেম যে মহা প্রেমের ছায়া,
সে প্রেম ঢালিয়া দাও অতুল-লেখনী-মুখে,
তরঙ্গে তরঙ্গে তা'র ত্রিলোক ভাসুক সুখে।

"প্রেমের অনন্তরূপে নিখিল সে নিয়ন্তারে
দেখিলে, মিলিবে সুধা অতল সে পারাবারে;
এই ভাবময়ী স্ফূর্ত্তি মহাগ্রন্থে ব্যক্ত কর,
ভক্ত-বৎসলের লীলা ভক্তিতে হৃদয়ে ধর।

"এই মহা ভাগবতে, দেখিবে সে ভগবানে
কত যে মধুর ভাবে, ভক্ত বিনা কেবা জানে?
ভক্তির চন্দ্রিকা ভাতি প্রতি পঙ্‌ক্তি উজলিবে,
বসুধার যত সুধা ও হৃদয় বরষিবে।

"বিষাদ যাইবে দূরে প্রসাদের প্রসাধনে,
বিজ্ঞান আনন্দ দিবে আনন্দের আস্বাদনে,
নয়ন হৃদয়ে দিবে অনন্ত আলোকধন,
হৃদয় নয়নে দিবে অমৃতের পরশন।

"কাতর ভক্তের তরে মন্দাকিনী-ধারা ঝরে,
গরল অমৃত হয়, শিলা ভাসে বারি 'পরে;
ভক্তির সরল পথে, বৈকুণ্ঠ সহজ কত;
মানব উন্নত ভাবে; দেবতা, স্নেহেতে নত।

"ভক্তি, তাঁর পদলগ্ন ব্রততীর মুক্ত শাখা;
ভক্তি, তাঁর পদছায়া, সেই পদরেণু-মাখা;
যেথা ভক্তি, সেথা তিনি, ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী;
যেথা ভক্তি, সেথা হরি, সর্ব্বপাপ-তাপ-হারী।"

আবার বিমান-পথে উঠিল আনন্দ ভরে,
গাইতে গাইতে সেই জয় জয় হরে হরে;
আনন্দে দেখিল ব্যাস আনন্দের সেই ছবি,
উদিল, হৃদয় ভরি, নবীন আনন্দ রবি।

কামচর দেবঋষি, মানসে মরাল প্রায়,
মারুত হিল্লোল ভরে ভাসিয়া ভাসিয়া যায়;
উদার অনন্ত পথ অনন্ত-আলোক-ময়,
উদার অনন্ত স্রোতে অনিল প্রবাহ বয়।

এই মুক্ত মহাস্রোতে, কতকাল এই ভাবে
আনন্দের তরিখানি, কে জানে, সে কোথা যাবে?
অসীমে যাহার বাস, বাসনা যাহার দাস,
সর্ব্বত্র, তাহার শান্তি, সদানন্দ স্বপ্রকাশ।

হৃদয় হইতে ধ্বনি আপনি উঠিছে মুখে :—
"গাও বিশ্ব, গাও বিশ্ব, বিশ্বেশ্বর নাম সুখে;
গাও ঊর্দ্ধে, অধো হ'তে, মহাশূন্যে স্তরে স্তরে,
গাও বিশ্ব দিকে দিকে, মুগ্ধ করি চরাচরে।

"অনিল! অসীমচর, মহাস্রোতে, নিরন্তর
প্লাবি অণু পরমাণু, প্লাবি দিক্ দিগন্তর,
বিশ্ব যন্ত্র বক্ষে ধরি, মহা মন্ত্রে বিশ্ব ভরি,
মহাব্যোমে নৃত্য করি, শব্দ কর হরি হরি।

"গাও, রবি, চন্দ্র তারা! সেই নাম সুধা-ভরা;
আলোকে, আঁধারে, গাও, সিন্ধুসহ বসুন্ধরা!
আলোকে, আঁধারে, যিনি নিত্য নিরাময় ধাম,
আলোকে, আঁধারে, তাঁরে ডাক চিত্ত অবিরাম।"

ভগীরথের গঙ্গানয়ন।

"এই ত' সাগর সেই, নিখাত পবিত্র করে,
পিতৃকুল-মহাকীর্ত্তি, ব্যাপ্ত দিক্‌দিগন্তরে,
অশ্রান্ত অনন্ত ধারা, অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় ;
স্মরণীয় মহতের এ স্মৃতির নাহি ক্ষয়।

আজিকে পতিত তাঁরা ; হিমাচল ধূলিসার!
বিশ্বদারী বজ্রবহ্নি জ্যোতিহীন ভস্মাকার!
পবনের ক্ষীণশ্বাস উড়াইছে অবহেলে!
শৃগাল কুক্কুর হায় হীন পদতলে ঠেলে!

যেই শক্তি অবারিত ভ্রমিল ভুবনময়,
অজেয় অদ্রির শৃঙ্গ অভয়ে করিল জয়,
অতিক্রমি অরণ্যানী নদনদী মরুতল
বিদারিল সতিমির অবনীর অন্তস্থল,

একটি স্খলিত পদে অতলে তা' হ'ল লয় ;
কি সামান্য মোহমদে সে মহত্ত্ব হ'ল ক্ষয়!
কণামাত্র এই দোষে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কত
যোগিলব্ধ দিব্যপদ নষ্ট হয় অবিরত।

ভাসিছে মানবতৃণ তমোময় কি প্রবাহে !
কে বুঝিবে কি অদৃষ্ট তাড়িত করিছে তাহে !
এ কি, মোহ, মানবের ? না, বাসনা, বিধাতার ?
জীবন মরণ ল'য়ে ক্রীড়া যাঁর অনিবার।

তবুও গুরুর গুরু, আমার দেবতা তাঁরা ;
তাঁদের এ দুর্দ্দশায় হ'য়েছি সর্ব্বস্বহারা ;
এ শৈশবে গৃহত্যাগী, অরণ্য আমার বাস,
শূন্য শুষ্ক মরুভূমি এই প্রাণ বারমাস।

একদিন এ হৃদয়, স্নেহের তরঙ্গে দুলে,
আনন্দ-হিল্লোলে ছিল বিষাদ-বারতা ভুলে ;
মধুর মধুর কত জীবনে সে শুভক্ষণ,
কঠোর কঠোর আজি প্রাণের এ অনশন।

পিতার উদার স্নেহ না উদিতে অস্তমিত,
সরস হরষছবি চির তরে তিরোহিত,
মাতার মোহিনী মায়া তা'ও আজি ছায়াসার ;
বিধির কি বিড়ম্বনা ভাগ্যে এই অভাগার !

আপনার ছিল যারা, বিধাতা করিল পর ;
অমৃত উৎসের মুখে বসাইল বিষধর ;
ভালবাসা ছিঁড়ে নিল ব্যাকুল হৃদয় হ'তে,
মর্ম্মের রুধির-ধারা বহিছে হৃদয় ক্ষতে।

সুখস্মৃতি, ক্ষার সম দুঃখের দারুণ ক্ষতে,
আসে সদা সে মধুর সুখদ অতীত হ'তে;
শীতল পরশে হৃদি আজিও জুড়াতে চায়,
গরল ছড়ায়ে আসে শুধু সে নীরস বায়।

এখনো এখনো সেই সুদূর নিক্কণ আসি
হৃদয় উদ্বেল করি নয়নে উঠেরে ভাসি;
এখনো এখনো প্রাণ উজানে বহিতে চায়
আলোক সঙ্গীতময় জীবনের সে সীমায়।

দিন হ'তে অন্য দিনে জগৎ প্রবাহ ধায়,
আমার অনন্ত ব্যথা অন্য দিকে নাহি চায়;
অম্বরে অম্বুদ আসে, অম্বুদ ভাসিয়া যায়,
হৃদয় আবৃত মোর, চির ঘন কালিমায়।

মিহির তিমির নাশি আলোকে পুলক আনে,
দিন দিন, জ্যোতির্ম্ময় জগতের দিনমানে;
আমার এ অমানিশা আঁধারিছে দিবারাত;
জীবনে হবে না কি সে সুখময় সুপ্রভাত?

অরুণ তরুণ কিবা, ঊষার আশার ধন;
বিহগেরা দিন দিন প্রচারে সে আগমন;
দিন দিন, সে তপন সায়াহ্নে শয়ান হয়
রমণীয় সে শয়নে, রঞ্জিত জলদময়।

শর্ব্বরী ভাসায়ে আনে নিস্তরঙ্গ নীলিমায়
অম্বরের শ্বেতাম্বুজে, সুখে প্রতি পূর্ণিমায়;
দিন দিন তারাকুল আসে চাহে চ'লে যায়;
অনন্ত বৈচিত্র্যময় এ পার্ব্বণ না ফুরায়।

ষড়জ ঋষভে ধরা গাহিছে অনন্ত গান,
ধৈবতে নিষাদে শূন্যে গ্রহ তারা ধরে তান,
জাগ্রতে সুপ্তির ছায়ে ধ্বনিছে সে সপ্তগ্রাম,
আনন্দের এ সঙ্গীত এ অনন্তে অবিরাম।

আমার হৃদয় হায় মিলে না এ মহালয়ে,
সতত বিক্ষিপ্ত স্রোতে সতত উজান বহে;
মানব বন্ধন গেছে, দেবতা এল না কাছে;
নাহি জানি, এ পথের আর কত বাকী আছে।

স্নেহের সে লীলাভূমি, প্রিয়তম সে ভবন
হারায়েছি, করিতে এ মরীচিকা পরশন;
দুর্লভ পিতার কাছে, আজিও দুর্লভ সেই,
আশা যে ফুরায়ে এল, তবে কি দেবতা নেই?

তবে কি ও স্বপ্রকাশ অনন্ত আকাশ ভুল?
অমূল কল্পনা ওই অনন্ত তারকাকুল?
চন্দ্রমা আনন্দ নয়? প্রদীপ্ত তপন, ছায়া?
নহে কি শ্যামলা ক্ষিতি মূর্ত্তিমতী তাঁর মায়া?

যেওনা সে পথে চিত্ত, উন্মত্ততা সেথা আছে ;
শিথিল মানস-দ্বারে এথনি আসিবে কাছে ;
দেবের দয়ার আশা, দুঃখীর যে ধ্রুবতারা ;
সকলি হারায়ে যা'ক, হওনা সে তারাহারা।

ফিরিব না হে দেবতা, ভুলেছি, ভুলিব সব ;
এই বেলা ভূমে বসি শুনিব এ কলরব ;
শান্তিহীন হৃদয়ের ব্যাকুল স্পন্দন-স্ফীতি,
এ অনন্ত সকরুণ ব্যথিতের মর্ম্মগীতি।

সে ষষ্টি সহস্র হৃদি, তরঙ্গে তরঙ্গে উঠে,
অস্বস্তির অধৈর্য্যেতে, দিকে দিকে ওই ছুটে ;
এই হাহাকার, আর ভস্মময় ও শ্মশান,—
এইখানে মিলাইব এ শ্মশান-সম প্রাণ।

হে অনন্ত অশান্তির অধীর তরঙ্গ রাশি !
অনন্ত অশান্ত শিরে তটাঘাত কর আসি ;
দেবতা না দিলে দয়া, কি সাধ্য সে মানবের ;—
এই শিরে করাঘাত, আর অশ্রু নয়নের।

পতিতের ভস্মরাশি, প্রেতের এ আর্ত্তনাদ ;
পবিত্র প্রশান্ত হেথা কি মূরতি অবিষাদ ;—
সাঙ্খ্যযোগী মহামুনি নিমগ্ন সে মহাধ্যানে,
পরিতৃপ্ত মনঃপ্রাণ বিশ্বের রহস্য জ্ঞানে।

অম্বরে অম্বুদ রেখা,—কোথা সে মিলায়ে গেছে,
নামরূপ কৃতি স্মৃতি সব বৃত্তি লুকায়েছে,
অঙ্গমাত্রে সংজ্ঞা নাই, তন্মাত্র তন্ময় তায়,
আজি সে আপনি নয়, একীভূত একতায়।

প্রশান্ত সে পারাবারে ভাসিছে অনন্ত সৎ,
চিদাভাসে জ্যোতির্ম্ময় চিরস্বচ্ছ সে মহৎ,
আনন্দ বিম্বিত সেথা অনন্ত আকাশবৎ,
মিলনে কৈবল্যময় আত্মরূপ সে বিয়ৎ।

এ ক্ষুব্ধ হৃদয়মাঝে সে বিম্ব যে অসম্ভব,
ভাবনা বিমনা ক'রে সদা করে পরাভব ;
সে বিশাল একাকার, গুণাতীত সর্ব্বাধার,
এ চঞ্চল চিত্ত 'পরে পড়িবে কি চিত্র তার ?

হে অনন্ত জীবনের চিরস্থির লীলাস্থল,
হে অনন্ত রহস্যের আবরণ অবিরল,
এ রহস্য মহাগর্ভে লুকায়ে রেখ না আর,
ছায়াপথ প্রভাসিয়া প্রকাশ আলোক সার।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে ওই ক্রোড়ে অবস্থান ;
আমি কি অনন্ত ছাড়া, সেখানে পাব না স্থান ?
অতলে যে ডুবে যাই, হে আকাশ ধর তুলে ;
নহে যেন এ জীবনে আর না নয়ন খুলে।

এ আশার মরীচিকা, এ পিপাসা নিদারুণ
মিটাও আপনি এসে সহৃদয় সকরুণ ;
ধ্রুবের দেবতা কোথা, কোথা প্রহ্লাদের হরি,
নিরাশার এ পাষাণে আমি যে পিষিয়া মরি।

কোথা সে, জননী প্রায়, কাঁদিলে, যে কোলে করে,
ক্ষুধা পেলে, না বলিতে, সুধা এনে তুলে ধরে,
কোথা সে তৃষ্ণার বারি, অকূলে কূলের রেখা,
অনুপায়ে একবার অন্তিমেতে দিও দেখা।

যে প্রার্থনা প্রাণে ধরি' এতদিন ভ্রমিয়াছি,
হৃদয়ের এ বিপ্লবে, তা'ও আজি ভুলিয়াছি,
শুধু সে চরণছায়া চরমে বারেক চাই,
ব্যাকুল মরম মাঝে আর ত' বাসনা নাই।"

জাগ্রতে আবৃত করি' ভাসিল সুপ্তির ছায়া,
সুষুপ্তির স্বচ্ছপটে ফুটিল জগৎ কায়া ;
দেখিল সে নীলাম্বরে, সান্দ্রতর নীলিমায়,
ইন্দ্রনীল-কান্তি তনু, দীপ্তকান্ত প্রতিভায়।

পীতবাসে নীলকান্তি মোহন মোহনতর,
হিমাদ্রির শৃঙ্গপার্শ্বে যেন শ্যাম তরুবর ;
বাঁশিটি বাঁকায়ে ধরা সে মোহন উভকরে,
উভপদ বাঁকায়েছে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভরে।

কুঞ্চিত সুকেশ ’পরে চঞ্চল চূড়াটি হেলে,
মেঘপুঞ্জে অবিরল যেন কি বিজলী খেলে ;
চন্দনের বিন্দু শোভে ললাটে কপোল ’পর,
শরতের অভ্র যেন সাজায়েছে নীলাম্বর।

বিলম্বিত বনমালা শ্রীঅঙ্গে কি শোভা পায়,
নির্ঝর যুগল যেন যুক্ত নীলাদ্রির গায় ;
মকর কুণ্ডল দোলে, বলয় উজলে তায়,
নভস্তল চমকিত যেন চারু তারকায়।

কৌস্তুভ শ্রীকণ্ঠ মাঝে, শ্রীবৎসলাঞ্ছন বুকে,
রবি শশী যুক্ত ব্যোমে ভাসে যেন দীপ্তিসুখে ;
নখরনিকর যেন অমল-কমল-দল ;
চরণ নূপুরে গাঁথা ত্রিপুরের জলস্থল।

মুগ্ধ সে মোহন রূপে নিথর সে নীলাম্বর,
নিস্পন্দ আনন্দবশে নিখিল সে চরাচর,
নেহারে নেহারে শুধু অনিমিযে সে অখিল,
অবশ, পরশে তার, চিরচল সে অনিল।

সহসা সে বংশীরবে ত্রিলোকে পুলক আসে,
বিবিধ কল্লোলে বিশ্ব আনন্দ-হিল্লোলে ভাসে,
উত্তাল তরঙ্গ তুলে রবির মণ্ডল চলে,
মৃদু বীচিক্ষেপে ইন্দু ভাসে ব্যোমসিন্ধুজলে।

তারকা দুলিয়া চলে মৃদুল মৃদুল কত,
সে বংশীর তালে তালে নাচে বিশ্ব অবিরত,
অনন্ত হিল্লোল ভরে অনন্ত কল্লোল উঠে,
হেরিতে অনন্ত বার অনন্ত মণ্ডলে ছুটে।

স্বচ্ছানন্দে মন্দাকিনী উছলিল পদতলে,
স্বেচ্ছাসুখে পা দু'খানি ধৌত করে স্বচ্ছজলে ;
পূত সে সলিল ধারা, পূত করি নীলাম্বর,
পূত করি শৈলশৃঙ্গ, সুখে ঝরে নিরন্তর।

অদ্রি অঙ্গ দ্রব করি আসিছে সে দ্রবময়ী ;
উল্লাসে কল্লোল করে ভূধর কন্দর ওই,
উল্লাসে উপল ছুটে ; দ্রুমদল পদে লুঠে,
উপত্যকা উত্তরিয়া উল্লাস আকাশে উঠে।

আবেগেতে অবারিত, অঙ্গে অঙ্গে পুলকিত,
সফেন উপল পুঞ্জে পুষ্পে যেন আলোকিত ;
চঞ্চল নন্দন প্রায় আনন্দ-নিস্বনে ধায়,
জাগায়ে জীবন-স্রোত খরস্রোত-মহিমায়।

ওই শ্যামা বসুমতী শ্যামল সরল বুকে
অমল ধবল ধারা ধরিছে প্রফুল্ল মুখে ;
দেবের সে অনুগ্রহ, তরল তরঙ্গে ভাসি,
চলিছে অজস্র ধারে, দুকূলে, কলুষ নাশি।

এইবার শতধারে বহিল সে শ্বেতধারা,—
বসুধার সেই প্রান্তে করুণার বসুধারা ;
ভস্ম-ধূসরিত সেই বেলাভূমি গেল ভাসি,
উথলে উল্লাসে সেথা সে শুভ্র সলিল রাশি।

সে ষষ্ঠি সহস্র তনু, দেখিল অম্বর ’পর,
পূতধারে ধৌত দেহ, পরিধানে শ্বেতাম্বর,
যুক্ত করে হেরিতেছে করুণার সেই দ্রব,
কৃতার্থ সে হৃদয়ের প্রীতিভরে বীতরব।

কতক্ষণে দিব্য কণ্ঠে আনন্দ নিক্কণ উঠে,
অনন্ত আশার বাণী সে ভাষায় যায় ছুটে—
“হরিপাদ-পদ্ম হ’তে বহিছে অমৃত ধারা ;
ভগ্ন কর, বসুন্ধরা ! ত্রিতাপ-বেষ্টিতকারা।

কে আছ হরষহীন, মলিন নৈরাশ্য-ধূমে,
সন্তপ্ত বিশুষ্ক তরু সংসারের মরুভূমে,
কলুষেতে অবসন্ন, রোগে শীর্ণ, জরাজীর্ণ,
কালের করালাঘাতে কাহার হৃদয় দীর্ণ ?

কে আছ ভিখারী যারা তৃপ্তিকারী অমৃতের,
কে আছ প্রয়াসী যারা অবিনাশী আনন্দের,
তরল-চন্দ্রিকানিভ ও প্রবাহে মগ্ন হও,
প্রাঞ্জল ও জলধারা অঞ্জলি ভরিয়া লও।

হে নীলাম্বু কম্বুকণ্ঠে গাও আগমনী তাঁর,
জগতে প্রচার কর চির শুভ সমাচার ;
কে দেখিবে দেবতারে, পরশিবে অঙ্গ তাঁর ?—
ওই তীরে, ওই নীরে, জনম করহ সার।

যখনি আকুলি উঠে অন্তরের সে আগ্রহ,
আপনি ছুটিয়া আসে দেবের এ অনুগ্রহ ;
ওই সিন্ধু হ'তে সদা উঠে যথা বাষ্পভার,
মানব-হৃদয় হ'তে উঠুক প্রার্থনা তা'র।

সেই বাষ্পে পূর্ণ হয় তৃপ্তির ত্রিদিবঝারি,
সেই বাষ্পে সুধাভরা বারিদ বরষে বারি ;
বরদাতা দেবতার চরণে বরদা রেখা,
ঊষাদীপ্ত পূর্ব্বাশায় আশা যে জলদে লেখা।

হে মানব মোহময় হৃদয়ে জানিও সার,
চিরসত্য সে দেবতা, চিরসত্য স্নেহ তাঁর ;
সুললিত ও সলিলে বিগলিত হরিপদ,
হে জীব ভাসাও সুখে সেথা হৃদি-কোকনদ।"

সুপ্তোত্থিত ভগীরথ দেখিল সম্মুখে তার
ভাসায়ে আপন বেলা নৃত্য করে পারাবার ;
নীলাম্বুর নীল-অঙ্গে জাহ্নবী-জীবন-রেখা,
নীলাম্বর-প্রান্তে যেন শারদ-অম্বুদ লেখা।

উদার তারল্যরাশি, উদার তারল্যে মিশি,
উদার আনন্দভরে বহিতেছে দিশি দিশি ;
অনন্ত হিল্লোল, আর, অনন্ত কল্লোল রব ;
নয়ন শ্রবণ ভরি' উথলিছে সে গৌরব।

মর্ম্মগীতি।

জানি না কেন যে ডাকি ; কেন, এ আঁধারে থাকি,
কোন্ আলোকের অধীশ্বরে
চাহিতেছি নিশিদিন ; কেন চিরদীনহীন
অজ্ঞাত সম্পদ্ আশা করে ?
ডাকিতে জীবন গেল, শকতি ফুরায়ে এল,
ভকতি পড়িয়া র'ল পিছে ;
জানিনা কোথায় যাব, কোথায় কি ধন পাব ?
ডেকে ডেকে ছুটিয়াছি মিছে।
আমার পরশ-দোষে প্রসন্ন অম্বর রোষে,
গরজে শত-কুলিশ-নাদে ;
ত্রিলোকের তৃপ্তহাসি— নিশির আলোক রাশি
আমারে হেরিয়া যেন কাঁদে ;
অতল অমৃতধারা সলিল-সম্পদ-হারা
বালুকা-প্রবাহে বহে যায় ;
কনক-অচল ধায়, চঞ্চল-জলদ-প্রায়
মরীচিকা যেন বা লুকায়।
জানিনা কেন যে ডাকি, জীবন ধরিয়া ফাঁকি
যে জন দিতেছে জ্ঞানহীনে ;

বুঝিনা কি আছে ফল, রসনায় অবিরল
কেন নাম আসে নিশিদিনে ?
শৈশবের পাদদেশে রঞ্জিত সুরম্য বেশে
ছিল যৌবনের সানুদেশ ;
যৌবন আসিল, গেল ; সে ঐশ্বর্য্য কই এল ?
দুরাশায় আশা হ'ল শেষ।
যৌবন কহিল ফিরে, ওই দেখ প্রৌঢ়-শিরে
বাঞ্ছিত সুফল স্বর্ণপুরে ;
সেই প্রৌঢ় চ'লে যায় বিফল সে বাসনায়
তেমনি বিফলে ফেলে দূরে ;
জীবন-সীমান্তে আজি লইয়া আশার সাজি
তেমনি চলেছি সেই পথে ;
আর না কুসুম চাহি, কণ্টকে বেদনা নাহি,
শেষে যেতে চাই কোন মতে।
জানি না কেন যে ডাকি, কি লাঞ্ছনা আছে বাকী
সেই বাঞ্ছা-কল্পতরুমূলে ?
কি জানি কাহার কাছে কি কথা লুকান আছে ?
সকল লাঞ্ছনা যাই ভুলে।
না বুঝিনু ভালবাসা, না শুনিনু মিষ্টভাষা ;
তবু যেন কি স্নেহের আশা,
সব ভগ্ন আশা জুড়ে, সব বিঘ্ন ফেলে ছুড়ে,
মিটা'তে চায় সব পিপাসা।

শিবস্তোত্র।

শারদ জলধরে শশধর-শোভা—
সস্মিত আনন মুনি-মনোলোভা ;
প্রসাদ-প্লাবিত কৃৎস্নকলেবর,
জ্যোৎস্না-স্নাত যেন ধবল শৃঙ্গবর ;
রক্তপদ্মযুগ—নেত্রযুগ্ম 'পরে,—
ভ্রূযুগ ভ্রমর-শ্রেণী শোভা ধরে ;
পাটল জটাজুটে ললাট বেষ্টিত,
লালাটিক আঁখিতে জটাজাল বিম্বিত ;
উরগ-ভূষণ, বাঘাম্বর-বেশ,
বিভূতি-বিলিপ্ত, নাহি লিপ্সালেশ ;
ভাবেতে বিভোর, আনন্দে অঘোর,
মগ্ন সুধাকরে তৃপ্ত চকোর ;
চন্দ্রমা-গৌরবে, কুসুম-সৌরভে,
প্রভাত-বিভবে, বিহঙ্গম-রবে,—
ব্রহ্মাণ্ড-সৌন্দর্য্যে শ্মশান বিস্মরি,
তুলিছ আননে আনন্দ-লহরী ;
অনন্ত পূর্ণিমা, চির সুপ্রভাত,
অনন্ত সঙ্গীতে পূর্ণ দিবারাত ;

ত্রিসন্ধ্যা, ত্রিযাম, ত্রিকাল, ত্রিলোক,
ত্রিতাপ, ত্রিগুণ, তিমির, আলোক ;—
এ পঞ্চ-প্রপঞ্চ বঞ্চিয়া পলকে,
আসীন নির্গুণ অশোক পুলকে ;
অভেদ-নির্ব্বেদ-ওঙ্কার-সঙ্ঘাত-
অশ্রান্ত-ঝঙ্কার-ভ্রান্ত ভোলানাথ ;
এস চিত্তমাঝে চিদানন্দঘন,
ভাবে ভোলা কর আলাভোলামন।

সাধকের নিবেদন।

হৃদয়ের উপকণ্ঠে বাঁশরী বাজা'ল কে রে !
উৎকট উৎকণ্ঠা একি সে অজ্ঞাতে নাহি হেরে ;
কত বন উপবনে, কত সে সৈকত তীরে,
খুঁজিলাম দিবা-যামি কত যমুনার নীরে ;
কত গিরি-চূড়া পানে রহিলাম চেয়ে চেয়ে,
অম্বরে অম্বুদে কত দেখিলাম শূন্য বেয়ে ;
তবু না মিলিল দেখা, সে ধ্বনির অনুরূপ
অজ্ঞাত-স্বরূপ সেই আকাঙ্ক্ষিত দিব্য রূপ ;
নয়ন দেখিছে যত, হৃদয় বলিছে তত,—
'এ নহে ত আমার সে মানসের অভিমত' ;
জানি না কেমন সে যে, জানি সে এমন নয়,
বিনা কোন নিদর্শন, কেমনে সন্ধান হয় ?
শুধু কি ডাকিতে জানে, দেখা দিতে নাহি জানে,
অদৃশ্যে অন্বেষি কত অনর্থক অনুমানে ;
বুঝিতে যে শক্তি নাই, জ্ঞান-ভক্তি-হীন হিয়া,
আপনি দর্শন দেও, আপনারে বুঝাইয়া।

মুমুক্ষুর প্রার্থনা।



শান্ত কর, হরি, আমার এ অশান্ত ভ্রান্ত মন,
অহঙ্কারের কোল্ আঁধারে ব'সে ভাবে অনুক্ষণ ;
আমার হ'লনা কিছু আমার কল্পনা মত—
এই ত' জল্পনা তার দেখি চিত্তে অবিরত ;
কি সে এ ভাবনা তার, সে কি বিশ্বে অধিরাজ ?
তার ইচ্ছা পূর্ণ করা সৃষ্টির আদিষ্ট কাজ ?
প্রাণের এ ছায়া তার প'ড়েছে বিরাট গায়,
অকলঙ্ক চাঁদে তাই সে কলঙ্ক দেখা যায় ;
কেন এই ক্ষুদ্র গৃহে রেখেছ কবাট দিয়ে' ?
সসব্যস্ত সদা সে যে তার ইষ্টানিষ্ট নিয়ে' ;
উঠিতে বসিতে তারই ভাল মন্দ আলোচনা,
হারাতেছে দিন দিন চিরন্তন সে রচনা।
উদার অনন্ত ছেড়ে, কেন এ গণ্ডির ঘেরে
এধার ওধার ক'রে শ্রান্ত হ'য়ে সদা ফেরে ;
অণুতে এ অনুরক্তি বৃথা শক্তি করে ক্ষয়,
অকিঞ্চনে এ কাঞ্চন কেন বিজড়িত রয় ?
কবাট খুলিয়া দেও, দেখা'ও অনন্ত মেলা,
দেখা'ও সে মুক্তপথে বিমুক্ত প্রাণের খেলা।

চন্দ্রালোকে বারাণসী।

দেখিলাম বারাণসী নিশির হৃদয়দেশে—
বিশ্বেশ্বর ব'সে যেন ভুবনমোহনবেশে ;
শুভ্রকান্তি-সৌধময় স্ফাটিক প্রতিমা-প্রায়,
সুপ্রসন্ন সমুজ্জ্বল শুভ্র চারু চন্দ্রিকায় ;
পরিপূর্ণ শোভাধর, শিরে শোভে শশধর ;
ব্যোমজটা উজলিয়া উছলিছে চন্দ্রকর ;
তারকা-কুসুমজালে সজ্জিত সুকেশদাম ;
দিগম্বরে বামদেব ত্রিভুবন-অভিরাম।
সমাসীন যোগীশ্বর দিব্য যোগাসন 'পরে,
দুই ধারে দুই উরু অসি বরুণার ধারে,
সম্মুখে সন্নদ্ধ সুখে বিশ্ববন্দ্য পদদ্বয়
অর্দ্ধচন্দ্র-অনুকারী জাহ্নবীর বারিময় ;
শশিস্নাত সোপানের শত শ্রেণী সুবিমল
পদে যেন ভক্তার্পিত সচন্দন মাল্যদল।

বুদ্ধমূর্ত্তি।



কি ধ্যানে নিমগ্ন দেব, প্রদীপ্ত কি প্রতিভায়,
কি অনন্ত শান্তি ছায়া ভাসিছে ও প্রতিমায় ;
ক্লিষ্ট ছিল একদিন ও মুখমণ্ডল খানি,
ধরার অনন্ত দুঃখে শান্তি সুখ নাহি জানি ;
ঝরিত অজস্রধারে ও আঁখিতে অশ্রুধারা,
অশ্রুময় ধরণীর অশ্রুমাঝে আত্মহারা ;
উদ্বেল হৃদয়সিন্ধু, কাতর জীবের তরে,
করুণার সম্প্লাবনে ব্যাপ্ত হ'ল চরাচরে ;
সেথা সিন্ধু সম দুঃখ মগ্ন হ'ল বিন্দুপ্রায়
সিন্ধুসম মহাসুখে, মহাসিন্ধু-মহিমায় ;
সে মহাসিন্ধুর নীরে বিন্দু সিন্ধু একাকার,
অমৃত অমৃতে শুধু হইতেছে পারাপার ;
কে চাহিবে কোন্ ইষ্ট, কে কাঁদিবে কার তরে,
বাসনা বাসনাহীন, চিরপূর্ণ তৃপ্তি ভরে ;
নির্ব্বাণ সকলরূপ, নির্ব্বাণ সকল মায়া,
বিষাদ-আহ্লাদ-শূন্য প্রসাদের পুণ্য ছায়া।



শ্রীরাম।

—:০:—

নবদূর্ব্বাদল— রুচি, নিরমল,
আর্য্যের আদর্শ, ত্যাগের ছবি,
হৃদয় তরল কর্ত্তব্যে অচল,
সমুজ্জ্বল রবি-কুলের রবি ;
যুগ যুগ ধরি ও নাম স্মরি
এ ভারত ধন্য ধরণী 'পর ;
যুগ যুগ ধরি তোমা অনুসরি
চির পুণ্যময় আর্য্যের ঘর ;
সুপট্ট বসনে বল্কল-ভূষণে,
সেই অবিকল প্রশান্ত রূপ ;
প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, পঞ্চবটী বনে,
চিত্ত-প্রসাদের প্রথিত ভূপ ;
কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশে দীনহীনবেশে
আপনারে কোথা ভাসায়েছিলে,
আপনা হইতে আপন ও চিতে—
তাহারে কেমনে ফেলিয়া দিলে ;
সতত কঠোরা মহাদেবী ঘোরা
করাল-বাসনা পাষাণময়ী—

তুমি সে দেবীরে হৃদয়-রুধিরে
পূজিয়া হ’য়েছ হৃদয়-জয়ী ;
শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে অমৃতের স্বরে
যে পরম নীতি জগতে দিল,
তাই সে ত্রেতায় মূর্ত্ত মহিমায়
তোমার জীবন দেখায়ে ছিল ;
তুমি সীতাপতি গীতা মূর্ত্তিমতী,
ধর্ম্মক্ষেত্র তব বৈদেহী দেহ ;
পাষাণে নিহিত সে মহান্ ঋত
আর কি এমন শিখাবে কেহ ?

লছমন্ ঝোলায় গঙ্গা।

ও কার করুণা বহে তরল তরঙ্গরূপে,
দ্রব করি' প্রবেশিছে প্রবল প্রস্তর স্তূপে ;
ও কার মমতা নাহি পাষাণে পাষাণ জানে,
ঝরিতেছে অবিরত স্বর্গমর্ত্ত্য সমজ্ঞানে ;
ও কার হৃদয় যেন স্নেহের উন্মাদে ধায়
ঊর্দ্ধতম ব্যোম হ'তে এই নিম্ন বসুধায় ;
ও কেরে পতিত হ'য়ে, পতিতে উদ্ধার করে,
আপনি কাতর হ'য়ে, কাতরে ক্রোড়েতে ধরে ;
ও কার মোহিনী মায়া পাষাণে জীবন আনে,
পেলব করিছে তারে পুষ্পিত পল্লব দানে ;
ও কার অমল প্রেম বিমল প্রবাহে বয়,
সান্ত্বনা-সম্পদ দিয়া বিপন্ন ভুবনময় ;
ও কার সরস বাণী অনিল আনিছে ব'য়ে,
সরস প্রাণের তার সরস পরশ ল'য়ে ;
ও কার পরশে, ভাষে, জাগিয়া উঠিছে সব ;
অনন্ত মুখর হ'য়ে আনন্দে করিছে রব ?
হায় হরি, এ প্রাণের দুঃখ আর কারে কব ;
এ বিশ্ব উদ্ধার হবে, একা আমি প'ড়ে রব।

রাস-মিলন।

(১৩১৬ সালে রাস-পূর্ণিমায় "দীনধামে"
পূর্ণিমামিলনোপলক্ষে রচিত)

শারদ পূর্ণিমা ভাসে অনীরদ নীলিমায়,
সুধাময় ধারা বহে ব্যোম হতে বসুধায় ;
স্বর্গ মর্ত্ত মিশিয়াছে অসীম মিলন সুখে,
আকাশের এক শশী নিম্নে হাসে কোটী মুখে ;
পত্রে পুষ্পে অংশু তার হরষে বিহার করে,
অগণিত নিশানাথ নৃত্য করে বীচি'পরে ;
অনাবিল নীল নভ চমকিছে তারকায়,
বিন্দু বিন্দু ইন্দু যেন নিখিল অখিলছায় ;
জল স্থল ব্যোম সুখে হাসে স্ফুট চন্দ্রিকায়,
ব্রহ্মাণ্ড প্রফুল্ল আজি প্রস্ফুট রাজীব প্রায় ;
অনন্তে শীতল করি' হেমন্তের বায়ু ধায়,
শীতল চন্দন যেন আনন্দে উবিধ্মা যায় ;
অনন্ত নিশ্বাস তার অনন্ত আশ্বাস আনে,
কহিছে প্রাণের কথা অনন্তের কানে কানে ;
অদ্ভুত রহস্য-যুত মাধুর্য্য উন্মেষ সার ;
একের অনন্ত স্ফূর্ত্তি হেন স্ফূর্ত্তি নাহি আর।
তিনি সত্তা অদ্বিতীয়, তিনি কোটী জীব তনু,
তিনি বিশ্ব অবিচ্ছিন্ন, ইচ্ছা মাত্রে অণু অণু ;

বিবৃত প্রকৃতি-চক্রে অনন্ত বিচিত্র ঠামে,
মহাশূন্য অভিব্যক্ত সগুণ সহস্র নামে;
অনাদ্যন্ত কাল-সিন্ধু, বীচি-লীলা অবিরল
নিত্য দেহে দর্শাইছে যুগ বর্ষ দিন পল;
প্রভাসি' প্রকৃতি ছায়া তাঁহার আলোক ভাসে,
বিবর্ত্তন-অন্তরালে স্থির মূর্ত্তি পরকাশে;
বিশ্বযন্ত্রে শব্দ তাঁর একই ঝঙ্কার করে,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতি প্রাণী শুনে তা বিবিধ স্বরে।
একান্তে সে এক স্বরে জীবেশ্বর কহে সবে—
এই আমি, এই তুমি, কে কাহারে ছেড়ে রবে?
নিগূঢ় সে বিশ্ব রবে আত্মহারা প্রাণ ধায়,
মুক্ত বিশ্ব মুক্ত প্রাণে যুক্ত করে একতায়;
'আমার' যা কিছু আছে লয়ে 'আমি' লুপ্ত হয়,
হৃদয় ব্রহ্মাণ্ড হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে মিশিয়া রয়।
অনন্তের রাসলীলা দেখ এ অপূর্ব্ব রাতে,
অনন্ত প্রকৃতি মাঝে অনন্ত প্রকৃতি-নাথে ঃ
অনন্ত সুন্দর ভাব, অনন্ত সুন্দর বাণী,
অনন্ত পরশে তৃপ্ত অনন্ত আকুল প্রাণী,
অসীম শ্যামল দেহে শুভ্র চন্দ্রিকার বাস,
কুসুম-প্রফুল্ল মুখে মধুর চন্দ্রিকা হাস,
চন্দ্রমা মোহন চূড়া, তারকা চন্দন-লেখা,
ললিত মালিকা দোলে তরল তটিনী-রেখা,
লীলাবেশে নৃত্য-যুত, নিত্য অবলীলা-ময়,
অপাপ-অভয়-চিত্ত, অনিরুদ্ধ, নিরাময়,

নবীন নবীন তনু, নবীন নবীন বেশ,
চির সুকুমার, চারু, কৈশোরের নাহি শেষ,
সৌম্য-শান্ত-তৃপ্ত-কান্তি দিব্য লাবণ্যের ছায়া,
হৃদয়-পরশমণি, বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া,
নিরবধি প্রেমনিধি উচ্ছ্বসিত কুলে কুলে,
দিক হ'তে দিগন্তরে ছুটেছে তরঙ্গ তুলে।
যত চাই ততই সে প্রাণ ভরে দিতে চায়,
আপনা ভুলিয়ে সে যে বিলাইছে আপনায়;
সে আমার, সে তোমার, সে যে কোটী তারকার,
প্রতি তৃণে সঁপিয়াছে বিশ্ব-ভরা প্রাণ তার;
অভাব-পূরণ সে যে, অন্ধের নয়ন মণি,
যখনি আঁধার আসে, আসে সে যে দিনমণি;
হৃদয় ব্যাকুল যত ততই সে অনুকূল,
অধীর সে চিরদিন অকূলেতে দিতে কূল।
আজি প্রেমে পূর্ণ করি প্রেমিকের মনপ্রাণে,
বৈকুণ্ঠ এসেছে নেমে অনন্ত প্রেমের টানে;
সাহিত্য-সাধক সবে দেখ ভক্তি-পূর্ণ মনে,
আজি সে বৈকুণ্ঠবাসী সাহিত্যের সিদ্ধগণে।
সর্ব্ব দেশে, সর্ব্বকালে, যে মহাপুরুষচয়,
ধন্য করিয়াছে মহী, ওই বিরাজিত রয়।
ওই দেখ আদি গুরু বাল্মীকির সহবাসে
অমর সাহিত্য-রথী কবির নিকুঞ্জাবাসে,
বঙ্গের গৌরব-ছবি, বাঙ্গালীর প্রাণধন,
আজিও অনন্তে করে মাতৃ-পূজা আয়োজন:

শ্রীমধুসূদন দেখ শ্যামা জন্মদার পদে,
ঢালিতেছে কি অমূল্য, চিরন্তন কোকনদে ;
বীরকণ্ঠে হেমচন্দ্র নির্ভীক হৃদয় প্রাণ,
এখনো গাহিছে শুন 'আর ঘুমাওনা' গান ;
নবীন পলাশী ক্ষেত্রে করিছে করুণ ধ্বনি,
অস্তগামী রবি দেখি, 'কোথা যাও দিনমণি' ;
বলিছে ঈশ্বর গুপ্ত সারল্যের আঁখি মেলি,
'দেশের কুকুরে পূজি বিদেশী ঠাকুর ফেলি' ;
এদিকে আবার দেখ বালার্ক-সুন্দর-কায়,
রাজদণ্ড ললাটেতে, রাজছত্র শিরে ভায়,
ওই কাব্যেশ্বর কবি করে শুন হাহাকার,
অকূল নৈরাশ্যে ডুবি, 'কোথা কোথা মা আমার' ;
তখনি আবার উঠে ওকি ধ্বনি চমৎকার,
উৎসাহ-উল্লাসময় মন্ত্র মাতৃ-বন্দনার ঃ
আনন্দে উন্মাতৃবর মাতৃ প্রতিমার ঘরে,
'কে বলে অবলে তোমা'—উচ্চে মাতৃস্তুতি করে ;
সন্নিধানে ওই তাঁর প্রাণ-প্রিয় সহচর,
পদতলে নিপীড়িত নীলকর বিষধর,
হাস্যমন্ত্রে সুদীক্ষিত, সদানন্দ ঋষিবর,
ক্ষীরোদে উদিত যেন অকলঙ্ক শশধর ;
অন্যদিকে দৃষ্টি কর, এ কি দৃশ্য সমুদার !
বিশাল বারিধি প্রায় হৃদয়ের সুবিস্তার,
করুণা-সলিলে পূর্ণ, অনন্ত তরঙ্গ-ময়,
নিষ্কাম কর্ম্মের লীলা অহরহঃ সেথা হয়,

সদাব্রতে সদানিষ্ঠ, আর্য্যকুল-ধুরন্ধর,
বিত্থার সাগর ওই সর্ব্বগুণে গুণধর ;
পার্শ্বে দেখ চারুভাষী, অক্ষয় সুকীর্ত্তি-ধর,
সাহিত্য-গগন-শোভী অক্ষয় চন্দ্রের কর ;
ভুল না পেয়ারী চাঁদে, দুলাল সে বাংলার,
জননীর কণ্ঠে দিল গৃহজাত দিব্য হার ;
এই নবরত্ন পাশে, মধ্যাহ্ন তপন সম,
ওকি ও জ্বলন্ত জ্যোতিঃ নাশিছে অজ্ঞান তম,
সাহিত্য-সবিতা ওটি প্রতিভার অবতার,
রামমোহনের দেখ বিশ্বব্যাপী যশোভার।
স্বর্গগত অনুপম সাহিত্যের মহাপ্রাণ,
সাহিত্য-সেবকে করে স্নেহের আশীষ দান ;
রমেশ রবীন্দ্র চন্দ্র গিরীশ অমৃত আর,
দ্বিজেন্দ্র ক্ষীরোদ আদি লহ আশীর্ব্বাদ সার।

দেবস্বপ্ন ।



(স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু তিথি

উপলক্ষে লিখিত ; ১৩১৩)

[মৃতাহ শনিবার ১৭ই কার্ত্তিক ১২৮০]

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥"

শুক্ল একাদশী নিশি চারু শোভাময়ী
জল স্থল পুলকিয়া দাঁড়াইয়া ওই ;
অতুল অর্দ্ধেন্দু ফোঁটা বিরাজিত ভালে,
সুনীল কুন্তল শোভে তারকার জালে ।

অনন্ত অম্বরময়ী যামিনী হাসিছে,
নিম্নে শুভ্র সুবসনা তটিনী ছুটিছে ;
তরল-তরঙ্গা গঙ্গা প্রসন্নসলিলা
দুকূল প্রসন্ন করি করিতেছে লীলা ।

তীরেতে নির্ব্বাণ চিতা ভস্ম আচ্ছাদিত,
ভস্ম-তলে দেব-অস্থি-গুলি লুক্কায়িত ;
সেই দেব শরীরের পুণ্য অবশেষ
পুণ্যময় করিতেছে শ্মশান-প্রদেশ।

সেই ভস্ম রাখিবারে যত্নে চিরদিন,
বসেছি শ্মশানে যেন আমি পিতৃহীন ;
নয়নে বহিছে মোর সপ্ত-সিন্ধু নীর,
হৃদয় প্রলয়ে যেন হয়েছে অস্থির।

দেখিলাম জাহ্নবীর পবিত্র সলিল
উথলিয়া উঠিতেছে সেথা তিল তিল ;
ভাসাইয়া নেয় বুঝি রক্ষিত সে ধন,
দগ্ধ হৃদয়ের সেই শীতল চন্দন।

তখন ধরায় লুটি কাঁদিলাম কত
অনাথ বালক হায় পাগলের মত ;
বলিলাম করজোড়ে "পতিতপাবনি—
শীতল সলিলে তব আছে কি অশনি ?

"ভাসা'ওনা এই ভস্ম সলিলে তোমার,
নিঃস্বের সর্ব্বস্ব এ যে প্রাণ অভাগার ;
একা এ আমার নয়, সমগ্র বঙ্গের
কাঙ্গাল প্রজার এ যে আলো নয়নের।

"এই ভস্মে ঢাকা আছে মধুময় প্রাণ,
মোহন ধ্বনিতে যার বহিত উজান
সর্ব্ব দুঃখ তরঙ্গিণী ; সুধার আধার,
যথা মধুময় ছবি পূর্ণ চন্দ্রমার।

"সুধাকর পাশে হেথা তেজ আদিত্যের,
অমিত অদ্ভুত বল অমিয়-প্রাণের ;
এই ভস্ম ত্রাণ-মন্ত্র চির পীড়িতের,
অসীম অনন্ত হেথা বন্ধুত্ব দীনের।

"ওই দেখ নীলকর-বিষধর-শিরে
আর্ত্তবন্ধু নরবর দাঁড়াইয়া ধীরে,
দলিত করিছে সেই ভীষণ ভুজঙ্গে,
নিস্তারিতে দংশ হ'তে এ সুবর্ণ বঙ্গে।

"এই দেবতার ভস্ম দিব না তোমায়,
যতনে রাখিয়া দিব তাপিত হিয়ায় ;
শূন্য করি ভাগ্যহীন গৃহ বাংলার
ভাসা'ওনা এই ভস্ম সলিলে তোমার।"

অকস্মাৎ সে সলিল হ'তে বাহিরিয়া
রজত-রূপিণী মূর্ত্তি দাঁড়াল মোহিয়া ;
সর্ব্বাঙ্গে করুণা-ধারা বহিতেছে মার,
মমতা বদন খানি, ভাষা স্নেহ-সার।

বলিলেন "কেন বৎস বৃথা এ রোদন ;
এই ভস্ম ভাসিবে না সলিলে কখন ;
দেব-বহ্নি এর মাঝে আছে যা সঞ্চিত
নির্জীবে করিবে তাহা চির উদ্দীপিত।

"আমার এ পুণ্য নীরে পুণ্য ভস্ম এই
রহিবে অনন্ত কাল হয়ে মৃত্যু-জয়ী ;
কল্লোলিনী সুরধুনী যাবৎ বহিবে,
দীনবন্ধু নাম বঙ্গে নিত্য নিনাদিবে।

"দিব্য কর বিনির্ম্মিত উজ্জ্বল দর্পণে
দেখিবে বঙ্গের লোক জ্বলন্ত বরণে,
আর্ত্তের উদ্ধার হেতু শরীর পাতন,
নিঃস্বার্থ পরের হিতে মুক্ত প্রাণপণ।

"সাধ্বীর নয়ন-নীরে ক্ষুদ্র তৃণ প্রায়
দুর্ব্বৃত্তির ঐরাবত দূরে ভেসে যায় ;
নির্দ্দোষীর রক্ত-স্রোতে মুক্তি-বীজ ফুটে,
প্রাণময় গোমুখীর শত ধারা ছুটে।

"বীরধর্ম্ম চিরদিন দুষ্টের দমন,
ভুজবলে নৃশংসের সমূলে নিধন ;
এই কর্ত্তব্যের পথ অঙ্কিত হেথায়
দিবাকর দীপ্তি যথা সুপ্ত পূর্ব্বাশায়।

"আমার এ নীরধারা যত দূর বয়
এ দর্পণ আলোকিবে সমগ্র আলয়,
প্রতিগৃহ উজলিবে নবীন মাধবে,
মহাপ্রাণ তোরাপের বীর অবয়বে।"

সহসা ভাঙ্গিল নিদ্রা প্রভাত আলোকে,
বিহঙ্গ উঠিল গাহি প্রভাতী পুলকে ;
বুঝিলাম দৈববাণী কভু মিথ্যা নয়,
বঙ্গ মাঝে জাগিতেছে বীরের হৃদয়।

তর্পণ।



(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত)

তেজে দীপ্তিমান্ রবি মধ্যাহ্ন আকাশে,
মাধুর্য্যে শরতে যেন পূর্ণ শশী হাসে,
দৃঢ়তায় মূর্ত্তিমান্ মহা হিমালয়,
কুসুমে কোমল গুণে কর পরাজয়,
সাহিত্যের অন্ধকারে জ্যোতি পূর্ব্বাশার,
সমাজের মর্ম্মব্যথা মরমে তোমার,
দীনের অতিথিশালা সদা মুক্ত দ্বার,
তোমার ঘরের ছেলে জগৎ সংসার;
অনন্ত গুণের সিন্ধু! কে দিল তোমায়,
বিদ্যার সাগর নাম, অতি ক্ষুদ্র কায়;
হৃদয়সাগর তুমি, হৃদয়-প্লাবন,
হৃদয়-জলধি মাঝে সকলি মগন;
বিদ্যার সাগর ডুবে হৃদয়-সাগরে,
বিপুলা এ ধরা যথা ব্রহ্মাণ্ড-কন্দরে।

চির শোকনীরে হায় দু' নয়ন ভাসে,
বালবিধবার ওই বিষণ্ন আনন;
শূন্যময় নিরাশার অসীম আকাশে,

চির বিষাদের সেই ঘন আবরণ ;
ও হৃদয় মহাসিন্ধু উথলিল তায়,
অতল সে তল হ'তে মহাকম্পমান,
যে সাগর উথলিলে ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়,
কোথা তুচ্ছ দেশাচার, কুটার সমান ;
তুই ক্ষুদ্র দেশাচার, তোরও যে অধম,
সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের তুই পরিসীমা,
যে হৃদি-অনন্তে স্বর্গ মর্ত্ত্যে সমাগম,
কোথা তুই ঢাকা দিবি তাহার মহিমা ;
কাতরের একবিন্দু নয়নের জলে,
সেখানে যে দেশাচার হিমালয় গলে।

কালকূটে কাল সম, দুষ্ট দেশাচার,
তোর বিষে জ্বর জ্বর এ বঙ্গ-ভবন ;
সে ভীষণ বিষহ্রদে হেরি চমৎকার,
কোন্ অবতার করে কালীয়দমন ;
চারিদিকে কি অনল জ্বলিছে ভীষণ,
কোন্ বীর তার মাঝে দাঁড়ায়ে নির্ভয় ;
তরুলতা উপাড়িছে প্রলয় পবন,
অটল অচল ওই কোন্ হিমালয় ;
ওই দেখ, ওই মহা হৃদয়-তুলায়,
এক দিকে এক বিন্দু নয়নের জল,
অন্য দিকে নিজ প্রাণ রাখিয়া দেখায়,
কত তুচ্ছ ওই প্রাণ, ক্ষুদ্রের সম্বল ;

দেবের দেবত্ব হেথা মানে পরাজয়,
দেবের দুর্লভ ওই মানব-হৃদয়।

এ সংসারে দেখিবার কেহ নাই আর,
কে বসিয়া ও রোগীর আঁধার শিয়রে;
ধরাতলে ধুঁকিতেছে, শূন্য চারি ধার,
কে মুমূর্ষু দেহ ওই নিল বুকে ক'রে;
ওই যে কাঁদিছে শিশু পথের ধূলায়,
পিতা মাতা পলায়েছে ভাসায়ে অকূলে,
এত ঘরে ঘর নাই যার এ ধরায়,
ও কে তারে কোল পেতে নিল বুকে তুলে;
কে রে ও ব্যথার ব্যথী কাঙ্গালের দলে,
কে রে ও মুছায় জল আকুল নয়নে,
কে ও শূন্য হৃদয়েতে দিছে আশা ঢেলে,
কে রে ও ফুটায় হাসি মলিন বদনে,
যার কেহ কোথা নাই, ও যে তার ঘর,
ও যে কাঙ্গালের প্রাণ, দয়ার সাগর।

শুকাইল আজি কি রে সে মহাসাগর,
দয়ার অনন্ত স্রোত ফুরাইল আজি,
দরিদ্রের মরু মাঝে সুখ শান্তিকর,
ছিল যে আশ্রয়-স্থান, ফল ফুলে সাজি,
মরু মাঝে আজি কিরে তাহা মরুময়,

আজি কি কালের ছায়া ঢাকিল সে সব ;
আজি বঙ্গ অন্ধকার, কাতর হৃদয়
কত মরমের ধারা ঢালিছে নীরব ;
কাঁদে বঙ্গমাতা আজি কত যে কাতরে,
হারাইল অভাগিনী প্রথম তনয়ে,
পণ্ডিত-মণ্ডলী কাঁদে পণ্ডিতের তরে,
শোক-সিন্ধু উথলিত সমাজ-হৃদয়ে,
অনাথের মত আজি কাঁদে দীন হীন,
আজি অনাথেরা পুনঃ পিতা-মাতাহীন।

কাঁদ রে কাঙ্গাল আজ, কাঁদ দীনহীন,
মিশা' ভাগীরথী-নীরে নয়নের নীর,
ওই খানে, ওই ঘাটে, চির মেঘে লীন,
তোর চির-আঁধারের প্রভাত মিহির ;
ঘুরে ঘুরে এইখানে যখনি আসিবি,
রেখে যাস্ এক বিন্দু নয়নের জল,
ওই ভস্মে প্রতি রেণু, নিশ্চয় জানিবি,
মুছে দিতে তোর অশ্রু সতত চঞ্চল ;
বালিকা বিধবা ! তোর চির বিষাদের
অনন্ত ও ধারা হতে, এক বিন্দু নিয়ে,
বরষিস্ ভস্ম 'পরে, তোর মরমের
চিরব্যথা, ও মরমে গিয়েছে রহিয়ে ;
কাঁদিস্ এদের সনে তুই সাঁওতাল !
তোর কর্ম্মাটারদেব আজি অন্তরাল।

ধন্য তুমি বঙ্গভূমে পুণ্য কর্ম্মাটার,
প্রেমের বিলাসভূমি, দয়ার আশ্রম ;
এ করুণা-তপোবনে ঋষি করুণার,
সাঙ্গ করে করুণার আগম নিগম ;
হৃদয়-কাননে হেথা ফুটেছিল সুখে,
কি করুণা-পারিজাত মোহিয়া জগৎ ;
চিরকাল আঁকা রবে অনন্তের বুকে,
তোমার এ তীর্থধাম পবিত্র মহৎ ;
অন্নহীন, বস্ত্রহীন, পথের কাঙ্গাল,
তোমার ও সাঁওতাল, স্নেহের ভিখারী,
কি আনন্দে নেচেছিল, অনন্ত, বিশাল,
স্নেহের অমৃতসিন্ধু দুয়ারে নেহারি ;
স্নেহের এ ব্রজে নাই স্নেহের গোপাল,
ফিরিবে না এ গোকুলে স্নেহের রাখাল।

শূন্য করি মার কোল লুকালে কোথায়,
বঙ্গভাষা দুঃখিনীর গুণের সন্তান ;
সুপ্রসন্ন বিধাতার মুক্ত করুণায়,
এলে অভাগিনী-কোলে তুমি ভাগ্যবান্ ;
ধিক্ জীবনের আশা, নিরাশার মাঝে,
ফেলে দিয়ে, ভেবেছিল নীরবে মিশাবে,
সে নীরব অন্ধকারে, আলোকের সাজে,
মার কানে বলেছিলে, 'মাগো কোথা যাবে' ;
তোমার ও মুখ চেয়ে উঠিল সে ফিরে,

আবার সাজাল তার সাধের সে ঘর,
তাই ছোট ভাই গুলি চারিদিকে ঘিরে,
হেসে খেলে বেড়াইছে সাজিয়া সুন্দর ;
তোর মা যে তোর বড় আদরের ধন,
ভুলে তায় কার কোলে লুকালি এখন ?

আর না দেখিতে পাব সে দেবগঠন,
উন্নত ললাট সেই জ্ঞানের সোপান,
প্রতিভায় প্রভাসিত আয়ত লোচন,
সে আনন হৃদয়ের তেজে তেজীয়ান্ ;
আবার সে জ্যোতি মাঝে, হেরিব না হায়,
মূর্ত্তিমতী করুণার সেই দেবালয় ;
কাতরের ম্লান মুখে একটি কথায়,
দু' নয়নে স্নেহধারা শতধারে বয় ;
সেই সদা-হাসি-মুখ দেখিব না আর,
মধুমাখা সেই বাণী আর শুনিব না,
বিরাট পুরুষে সেই শিশু অবতার,
এ জগতে বুঝি, আর কভু পাইব না ;
এ মরতে সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেবতার,
অভাগিনী বঙ্গমাতা, ফুরাল তোমার।

এ বিশাল বঙ্গরাজ্য নয়নের জলে,
তোমার ও চিতাভস্ম আজি ধৌত করে ;
কোটী হৃদয়ের মাঝে, ওই চিতানলে,

কি অনল প্রজ্বলিত চিরদিন তরে ;
কোটী মানবের কণ্ঠে তোমার তর্পণ,
কোটী শঙ্খে স্বর্গদ্বারে উঠে কোটী তান,
তোমার বিজয়-ডঙ্কা, ভেদিয়া গগন,
কোটী হস্তে বাজে ওই দেব-সন্নিধান ;
যাও, যাও স্বর্গধামে, মুক্ত তব দ্বার,
দাঁড়ায়ে তোমার তরে আর্য্য ঋষিগণ,
আর্য্য ঘরে সুসন্তান, আর্য্য-অবতার,
সরল, স্বাধীনচিত্ত, করুণা-ভূষণ,
জীবনের মহাব্রত হ'ল উদ্‌যাপন,
যাও, ঘরে দেবতার আদরের ধন।

আজি দেবতার ঘরে মহা মহোৎসব,
দশ দিক ভরে উঠে আনন্দের ধ্বনি,
দলে দলে দেবদল, মুখে জয় রব,
স্বরগের দ্বারদেশে গায় আগমনী ;
নিত্য নব শোভাময় সে দেব-তোরণ,
তাও আজি সাজায়েছে নূতন রতনে,
ত্রিলোকের শুভ উৎস, মঙ্গল কারণ,
তাও আজি ভূষিয়াছে মঙ্গল ভূষণে ;
আনন্দে নন্দনবনে বনদেবীগণ,
খুঁজে খুঁজে জুটায়েছে নব নব ফুল,
বেছে বেছে বসায়েছে, বিবিধ বরণ,
যেখানে যা' শোভা পায়, ভূষি লতাকুল ;

আজি স্বরগের দ্বার চারু উপবন,
কোন্ সে বিহঙ্গ হেথা করিবে কূজন।

আনন্দময়ীর আজি আনন্দ উথলে,
আনন্দে আনন্দধারা দু’ নয়নে ঝরে,
ঘরে ঘরে ডেকে ডেকে সুরবালা দলে,
বলেন, ‘আমার বাছা আজি আসে ঘরে’ ;
আপনি সাজান সুখে বরণের ডালা,
বড় বড় পারিজাত বেছে বেছে তুলে,
গাঁথেন মনের সাধে চারু বর মালা,
চলেন সকলে ল’য়ে, আকুলে ব্যাকুলে ;
চারি ধারে দেবদ্বারে দিগঙ্গনা-গণ,
আলোকের আলপনা দেয় আলো ক’রে,
বিশ্বমাতা নিজ হাতে, ত্রিদিবমোহন,
রচেছেন বরাসন সন্তানের তরে ;
মায়ের মায়ায় পথ চেয়ে দু’ নয়ন,
কত ক্ষণে শূন্য কোলে উঠিবে সে ধন !

দেবতারা দেবরবে ভরিয়া শ্রবণ,
চিরশান্তিধামে ডাকে যে প্রিয় সন্তানে,
খেলায় ধূলায় ক্লান্ত চঞ্চল চরণ,
মার ছেলে চায় যবে মার কোল পানে ;
সে যে কোটী মানবের হৃদয়ের ধন,

সংসার-নিদাঘে সে যে সুশীতল ছায়া,
তাপিত পরাণে সে যে মলয় পবন,
সে সুখ-সাগর মাঝে ভুলে সব মায়া ;
কাতর কণ্ঠের রব, ছিন্ন মরমের
শত রুধিরের ধারা, উচ্চ হাহাকার,
পারে কি ফিরাতে তারে, যায় স্বরগের
চির সহচরগণ ডাকে বার বার ;
সে যে দেবতার ঘরে আলো-করা ধন,
দুই দিন মানবের, স্বর্গে চিরন্তন।

তুচ্ছ এই মানবের মিনতি কাতর,
কোটী হৃদয়ের ভিক্ষা, করুণ ক্রন্দন,
দেবতার দ্বারদেশে কোটী যুক্ত কর,
কোটী মরমের ওই ধূলায় লুণ্ঠন !
এ সবে, দেবের যদি যতনের ধনে,
চিরদিন দেবতারা রাখিত প্রবাসে ;
তা' হলে কি অস্তে যেত, বঙ্গের গগনে,
এতদিন জ্বলিল যে রবি দীপ্ত ভাসে ;
বিষাদ-ছায়ার মাঝে ফেলে গেলে চলে,
দীনের আঁধার ঘরে আলোকের জ্যোতি ;
গেলে বঙ্গে ভাসাইয়ে নয়নের জলে,
কাতরের চিরসখা, কাঙ্গালের গতি ;
তোমার কাঙ্গাল ওই দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আর কি স্নেহের ঘরে ডাকিবে না তারে।

পলায়েছ, কিন্তু তুমি পারনি লুকাতে,
রবি অস্তমিত, কিন্তু আলো চারিধারে ;
নাহি শোভে যতনের কুসুম লতাতে,
সৌরভ দেখায় আজি চারিদিকে তারে ;
মধুর বীণার তার লুটায় নীরবে,
মানসে বাজিছে তান মধুর ঝঙ্কারে ;
বরষার বারিধারা ফুরায়েছে কবে,
শ্যামল শস্যের মাঝে আজি দেখ তারে ;
তোমার অতুল কীর্ত্তি, অতুল মহিমা,
ছড়ায়ে অনন্ত পথে চিরকাল রবে,
সে জীবনে অন্ত নাই, নাহি পরিসীমা,
কীর্ত্তির বিমল যশঃ অমর এ ভবে ;
যে করুণা সুধা রাশি গিয়েছ ছড়ায়ে,
ফুটিবে অনন্ত ফুল সৌরভ ছুটায়ে।

তোমার ও ভস্মরাশি ভরুক জীবনে,
দাঁড়াও নবীন তেজে সংসার-প্রাঙ্গণে,
উঠ ধ্রুবতারা রূপে বঙ্গের গগনে,
কালের অনন্ত স্রোত ঠেলিয়া চরণে ;
দাঁড়াও বীরের বেশে ফিরিয়া আবার,
দাঁড়াও উন্নত শিরে, হিমাদ্রি সমান,
আসুক আবার রোষে সেই পারাবার,
উত্তাল তরঙ্গ মাঝে দাঁড়াও পাষাণ ;
বিধবা-বিবাহ-ক্ষেত্রে দাঁড়াও আবার,

প্রবেশ একাকী ফিরে সে ভীষণ রণে,
ধর অকাতরে পুনঃ হৃদয়-মাঝার
সমাজের শক্তিশেল, শোণিত প্লাবনে ;
এস হৃদয়ের বীর, স্বাতন্ত্র্য-ভূধর,
স্মৃতিপথে রাখ ওই উন্নত শিখর।

অনন্ত স্মৃতির মাঝে, অনন্ত জীবনে,
অনন্ত ধরিয়া থাক, হৃদি-শৈলরাজ ;
বিশ্বপ্রেমময়ী সেই জননী-চরণে
রাখ ও বিশাল উচ্চ হৃদয়ের মাঝ ;
জননীর পাদপদ্ম—পুণ্য হরিদ্বার—
অনন্ত প্রেমের উৎস, হৃদয়ে তোমার ;
হৃদয় হিমাদ্রি-হৃদি, ভক্তি হরিদ্বার,
কি করুণা-ভাগীরথী করেছে সঞ্চার ;
অনন্ত প্রেমের পূর্ণ সাগর মাঝারে
মিশায়েছে আজি সেই জাহ্নবী-জীবন,
আজি স্মৃতি, পুণ্যময় অনন্তের দ্বারে,
গঙ্গাসাগরের, আহা, অপূর্ব্ব দর্শন ;
সাগর ভরিয়ে গঙ্গা ও গঙ্গাসাগরে,
অনন্ত জুড়িয়ে তুমি স্মৃতির ভিতরে।

আজি বঙ্গ পুণ্যভূমি, মহাতীর্থ স্থান,
সপ্ত কোটী ভক্ত আজি চাহে তোমাপান,
সপ্ত কোটী কণ্ঠে উঠে তোমার সুনাম,

সপ্ত কোটী হৃদে তুমি দেব অভিরাম ;
এ মহা শ্রীক্ষেত্রে তুমি প্রেম-জগন্নাথ,
তোমার সাম্যের রাজ্য কর সূত্রপাত,
বিশ্ব-বারাণসী মাঝে, দয়ার ঈশ্বর,
বিশ্বপ্রেমে বিশ্বজয়ী, আজি বিশ্বেশ্বর ;
রাগ-দ্বেষ-পরহিংসা-ভোলা ভোলানাথ,
প্রেমের নেশার ঘোরে মত্ত দিবারাত,
সে শিবসুন্দররূপে হও স্বপ্রকাশ,
দেবের আদর্শে ধরা হ'ক দেবাবাস ;
আজি প্রেমে দশ দিক্ গায় প্রেমজয়,
হৃদয়ের জয় আজি করুণার জয় !

অঞ্জলিদান।

(স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত)

দুটি তারা, দুই দিকে, দীপ্তির আকর,
ভাসি বঙ্গ-কবিতার নবীন গগনে,
অমর জ্যোতির সুখে হেরি পরস্পর,
অমর জ্যোতির প্রেমে বাঁধিল দুজনে।

এক জননীর পাশে বসি দুই জনে,
দুই জনে ধরি মার দুইটি চরণ,
সাজাল আনিয়া, যেথা কবিতা-কাননে,
যে ফুল ছড়াত সুখে অমর কিরণ।

দুই জনে, ভাসি সুখে অমর কিরণে,
অমর কিরণ দিয়ে সাজাল দু'জনে,
অমর প্রেমের সেই অমৃত-ভাষণে'
ডেকেছিল পরস্পরে অমৃতভবনে।

এক জন, সদা হাসি চিত্ত-জোছনায়,
ফুটায়ে অমর-প্রভা 'মালতী' 'মল্লিকা',
হেসে হেসে দিয়েছিল অমরসখায়
অমরের গলভূষা, অমর-মালিকা।

আর একজন, পশি 'যমুনাপুলিনে',
দুই দিন পরে, 'ফিরি একা বনে বনে',
বহিবে যে শোক-ভার, 'বিকচ নলিনে'
ফুটায়ে করুণ তান তাহারি স্মরণে,
প্রেম-গীতিময় প্রাণ ঢালিল সথায়
বিরহের মধুময় অমরগাথায়।

আজি কতদিন, হায়, মিশেছে অমায়
সে 'মালতী মল্লিকার' জীবন-জোছনা;
আজি কতদিন হ'ল, অমৃত সুধায়
ভুলেছে সে জীবনের যাতনা, তাড়না।

হাহাকার করি বঙ্গ করিল রোদন,
দেবতার তরে কার না ঝরে নয়ন?
জীবন-সথার তার প্রাণের ক্রন্দন,
শুনিল কেবল সেই অন্তর্যামী জন;
সেই ব্যথা, সে হৃদয়ে গাঢ় রেখাময়;
সেই প্রেম সে সথার, ভুলিবার নয়।

তাই, কত বর্ষ পরে, দাঁড়ায়ে যখন
আনন্দমঠের দ্বারে, গীতিময় প্রাণ,
লয়ে ভক্তি-গীতিময় কুসুম চন্দন,
করি সপ্তকোটী প্রাণে বেগে বহমান
একপ্রাণ জীবনের তড়িৎ প্রবলা,

গেয়েছিল মহাগীত, আনন্দে অধীর,
সুজলা, সুফলা, সেই অনন্ত-শ্যামলা,
স্বর্গাদপি গরীয়সী মহাজননীর ;

তখন অপর দিকে ডাকিল হৃদয়
'ক্ষণভিন্ন সৌহৃদ' সে জীবনসখায়,
অমরপ্রেমের এই মহা দিগ্বিজয়,
'স্বর্গ মর্ত্ত্যে এ সম্বন্ধ' কভু না ফুরায়।

আজি বুঝি, সেই সখা অমৃতের দ্বারে
দাঁড়ায়ে, ডাকিল তার জীবনসখায়,
তাই, সপ্তকোটী প্রাণ ডুবায়ে আঁধারে,
প্রেমের সুধার কবি! মিশালে সুধায় ;
জ্ঞানের বিমল প্রাণ! চিন্ময় লীলায়
চলিলে, যেথায় চিরজ্যোতি-মহিমায়
জাগেন অনন্তজ্ঞান দীপ্ত অনিদ্রায়,
অনন্ত-রবির নিত্য অনন্ত-প্রভায়।

০

পিতৃসখা তুমি মোর, আমার নয়নে
পিতৃস্মৃতি মূর্ত্তিমতী ভাসিতে সতত ;
কাঁদিতে তোমার তরে তাই এ বিজনে,*
আঁকিতে যুগলমূর্ত্তি আজি স্মৃতি রত।

* ফটিকচারি ; চট্টগ্রাম।

কোথা গেলে কাঁদায়ে সে দুঃখিনী মাতায়,
অভাগিনী বঙ্গমাতা বড়ই আশায়
চেয়েছিল ওই মুখে, কেন নিরাশায়
ভাসায়ে তাহারে আজি, পলাইলে হায়!
'বন্দে মাতরম্' সেই মহামন্ত্র গানে
কে আর পূজিবে মার অতুল চরণ;
ঘুরি, সেই দীপ্তিময় জ্ঞানের বিমানে,
প্রাচীন সে সাহিত্যের বিরাটভবন,
উদ্ধারিবে যতনে কে তার লুপ্তধন;
ফিরি ফিরি প্রেমময় মলয়ের প্রাণে
কে আর সাজাবে তার কবিতা-কানন,
অমর-প্রসূনে, করি ভুবন-মোহন!

কাঁদ মা লইয়া সেই কুসুম-রতন,
ওই দিব্য বনফুল 'কপাল-কুণ্ডলা',
ওই যে 'কমলমণি' ফুটন্ত প্রসূন,
'সূর্য্যমুখী' পতিমুখে সতত চঞ্চলা;
আরও কত বনফুল, উদ্যান-ভূষণ,
ধর মা হৃদয়ে এই অমর কানন।

দেখ সেই চিত্তবনে সজীব আবার,
লুপ্ত সেই ভারতের প্রভাব উজ্জ্বল
'কৃষ্ণচরিত্রে'র রূপে, সুধার আধার
একি দিব্য পারিজাত জ্যোতির্ম্ময়-দল।

সাহিত্যের সিংহাসনে অতুল সম্রাট্
করিয়া, তোমায় বসাইল বীণাপাণি,
সর্ব্বার্থদায়িনী ; আজি, ভুলি রাজ্যপাট
লুকালে কোথায় চির-সাহিত্য-সম্মানী !

কাঁদ মা করুণ ছন্দে ছন্দের জননী,
তোমার বীণায় যেটি অতি সকরুণ,
অতি প্রাণময় তন্ত্রী, যাহার ধমনী
প্রেমাশ্রু-চঞ্চল সদা, বড়ই তরুণ ;
কাঁদ মা পরশি সেই তন্ত্রী একবার,
কাঁদিবে তোমার সনে কাননে, প্রান্তরে
আজি এ আকুল বঙ্গ ; প্রেমের সংসার
কাঁদিবে, তোমার সনে, বঙ্গে ঘরে ঘরে।

কাঁদ মা পরশি সেই তন্ত্রী আর বার,
দিয়েছিলে তুমি যাহা, বড়ই আদরে,
বড় আদরের সেই কুমারে তোমার ;
বড় প্রিয়, সেই তন্ত্রী ছিল যে, সে করে।

সেই করে সেই তন্ত্রী বাজিত যখন,
হিমাদ্রি তরল হ'ত জাহ্নবী যেমন ;
একটী সে ক্ষুদ্র মেঘে, অনন্তগগন,
কোন যাদুবলে যেন, হ'ত নিমগন।

এ তন্ত্রীর মন্ত্রবলে, নয়নের নীরে,
সূর্য্যমুখী, ভ্রমরের পবিত্র আসন ;
প্রেমের চিতায়, সেই কুন্দ পাপিনীরে,
প্রেমাশ্রু ঝরিয়ে, করে অপাপ-জীবন।

কাঁদ মা করুণ স্বরে করুণার রাণী,
করুণার স্রোত যার অমর লেখনী,
কাঁদ মা তাহার তরে ; আজি মহাপ্রাণী
কাঁদে বঙ্গ দুঃখিনীর, কাঁপায়ে ধরণী।

কাঁদ মা আকুল হয়ে পুলক-দায়িনী ;
হাস্য-মন্ত্রময়ী তব তন্ত্রী, করে যার
খেলিত অতুল রঙ্গে, ছুটায়ে 'দামিনী',
'ইন্দিরায়' শেষ হাসি মিলিয়াছে তার।

কাঁদ মাগো সুহাসিনি, মধুরভাষিণী,
সুস্মিতা ভূষিতা করে আনন্দে তোমায়,
মধুমাখা বাণীতে সে ভাষায়ে মেদিনী,
নয়নের মণি তোর পলায়েছে হায়।

কাঁদ মা অমৃতছন্দে অমৃতভাষিণী,
ওই যে অমৃত তার, ভরি গৃহময় ;
বরদে ! তোমার বরে, অমৃত-দায়িনী !
অমৃতের স্রোতে ভরা ছিল সে হৃদয় ;

তোর বরে মরতে সে অমৃতের ধাতা,
কাঁদ মা অমৃতচ্ছন্দে অমৃতের মাতা।

কোথা মা অমৃত-রাণী বিজ্ঞান-জননী!
কাঁদিছে আঁধারে পড়ি অজ্ঞান সন্তান;
মুছা মা নয়ননীর আলোকবরণী!
কার তরে কাঁদে তার অবোধ পরাণ?
ভুল না অবোধ! ওই ভ্রান্ত জনরবে,
কে বলে সে মৃত আজি, পলায়েছে ফেলে?
অমৃতের বীজ সে যে, ফুরাবে না ভবে
সে অমৃত-ব্রহ্মতেজঃ যুগান্তর(ও) এলে।

কে বলে সে মৃত আজি? দুই দিন আগে
যেই মহাপ্রাণ, সেই মন্দর-বিক্রমে
জ্ঞানের ক্ষীরোদে পশি, দেব অনুরাগে
মথিয়া সে বারিরাশি, ধরিল চরমে
সেই অমৃতের খনি, উৎস উন্নতির,
কৃষ্ণচরিত্রের কথা, সত্য অনুপম,
পতিত এ ভারতের পথ সুগতির,
কর্ম্মযোগে চিরযুক্ত সাধন পরম—

ধর্ম্মের জীবন নিত্য, যে পাপ-বৈরাগ্য,
তাহা ভুলি, ভ্রান্তিময় স্বকর্ম্ম-বিরাগে
ভারত ডুবাল, ক্রমে অতুল সৌভাগ্য—

তাই মহামূল্য, এই পতিত ভূভাগে
যেই মহা তত্ত্বামৃত, অকাতরে তায়
তুলিল যে ধন্য-প্রাণ মহাপরাক্রমে,
সে কি এত অকস্মাৎ চিরধ্বংস পায় ?
মন্দর কি ভস্ম হয় বজ্রের বিক্রমে ?

জীর্ণপত্র সহে না সে পবনের প্রাণ,
ঝরি পড়ে সেই বেগ ধরিতে অক্ষম ;
ওই দেহমাঝে ছিল যে প্রাণ মহান,
তাহারি সে দিব্যলীলা অমর বিক্রম
সহিতে না পেরে, ওই, শীর্ণ পর্ণ প্রায়,
জীর্ণ তনুখানি আজি শায়িত ধরায় ;
সেই পবনের স্রোত অনন্ত যেমন,
এই প্রাণময় বায়ু অমর তেমন।

দেবতার ছায়া যারা এ মর সংসারে,
অতুল যাদের প্রাণ, অতুল বিক্রম;
তাদের চরিত্র স্মরি কালের দুয়ারে,
বুঝ যে বুঝিতে চাহ, বিশ্বের নিয়ম।

এ নশ্বর জীবনের যাহা অনশ্বর,
এইখানে দিব্যালোকে তাহা পরিস্ফুট ;
আসিয়ে হেথায়, ওহে ক্ষুদ্রতম নর !
বিস্মিত পরাণে, হও অমর, অটুট।

দাঁড়াও হে দিব্য-কীর্ত্তি! অনন্তের পথে
কীর্ত্তির আলোক-রেখা ধরি চারিধারে,
অনুশীলনের গুরু! উপদেশ-ব্রতে,
কীর্ত্তির অমর-স্বরে ডাক হে সবারে
অমর-কীর্ত্তির সেই অমৃত দুয়ারে,
ভ্রান্ত পথিকেরে লহ অমৃতের পারে।

কর্ম্মের বিধাতা যিনি, কর্ম্মপথনেতা,
যিনি এই কোটী কোটী বিশ্বের প্রণেতা,
তোমার সূচিত পথে ভারত-মঙ্গল
আনুন সে ইচ্ছাময়, বিপন্নের বল;
সেই পদে পরিণত কর্ত্তব্য-রেখায়
ভারত যে দিন যাবে উন্নতি-সীমায়,
তাঁর সনে একবার স্মরিয়ে তোমায়,
গাইবে তোমার কীর্ত্তি অমৃত-ভাষায়!

বঙ্কিমচন্দ্র।*



বাসুদেব-পাদপদ্ম করিয়া আশ্রয়
একচ্ছত্র ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন
পুরাকালে মহাযজ্ঞ কুন্তীর তনয়
পবিত্র ভারত-ক্ষেত্রে করে সম্পাদন।
হীনবল এবে সব ভারত-সন্তান
অতীতের পূতগাথা অলীক স্বপন,
কিন্তু দেব! বীরতেজে তুমি বলীয়ান্-
পুরাণ কাহিনী পুনঃকরেছ নূতন।
এক হস্তে দিব্য তান বীণায় ঝঙ্কার,
অন্য করে শক্তিশেল কঠোর সন্ধান;
দিগন্তব্যাপিনী করি প্রতিভা অপার,
আপনার সিংহাসন করিলে মহান।
সাহিত্যের রাজসূয় তব অনুষ্ঠান,—
জীবনের মহাব্রত পূর্ণ সমাধান।



* আমার অনুজ শ্রীমান ললিতচন্দ্রের এই কবিতাটী 'অঞ্জলিদানে'র সহিত প্রকাশিত হয়। এইজন্য এইখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

শৈশব স্মৃতি।*

(কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি)

আজি ভাই গৌরবের উচ্চ শিখরের 'পরে,
দাঁড়ায়ে চাহিয়ে দেখ নিম্নে তিলেকের তরে!
ওই দূর তলদেশে আনন্দ আলোকে কিবা
ফুটিয়া উঠেছে তব, জীবন-তরুণ-দিবা।

স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়ে সুন্দর সৈকত-তীরে
পবিত্র আশ্রম দেখ ধৌত জলাঙ্গীর নীরে,
হাস্যময় ও আশ্রম হাস্য-সবিতার করে,
হাস্যময় তপোবন সে তপনে তৃপ্তিভরে।

ও আশ্রমে আনন্দের মহর্ষি আসীন সুখে
হরষ লহর সুধা উঠিছে ছুটিছে মুখে;
আধি-ব্যাধি ভাসাইয়া প্রবাহিছে অবিরত
ফুটিছে কানন ভরি মালতী মল্লিকা কত।

* পিতৃদেব যখন খড়িয়ার (জলাঙ্গীর) তীরে ষষ্ঠীতলার বাটীতে থাকিতেন, তখন তাঁহার বন্ধু দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের পুত্র পঞ্চমবয়স্ক দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার "এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে হায় রে!" কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে মোহিত করিতেন। সেই স্মৃতি লইয়া এই কবিতা। ইহার উত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা পরে সন্নিবিষ্ট হইল

আজি দেখিতেছি তাঁরে, অপসৃত করি সুখে
কালের এ অন্তরাল, বিজড়িত সুখে দুঃখে,
আর তাঁর পাশে সেই সুন্দর শিশুটি তুমি,
শৈশবের সে শোভায় উজলিয়ে পুণ্য ভূমি।

সুন্দর শিশুটি তুমি গাইছ তুলিয়া তান
"এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে" সেই গান ;
আহা যেন বাল্মীকির হৃদয় আনন্দে ছেয়ে
মধুময় রামায়ণ শিশু কণ্ঠ উঠে গেয়ে।

আশ্রম বালক মোরা শুনিতাম প্রীতি-ভরে
পিতার মধুর গাথা তোমার মধুর স্বরে ;
সে অধ্যায় সুধাময় জীবনের সূচনায়,
শৈশবের সে সৌহার্দ্দ জীবনে কি ভোলা যায় ?

সেই চিত্র সুললিত আ।জ চিত্ত আঁকিয়াছে,
সাধের আলেখ্য খানি এনেছি, রাখিও কাছে ;
শৈশবের স্নিগ্ধ স্মৃতি চির প্রীতিকর ভাই,
প্রীতি-ভরে পূর্ব্ব-কথা তুলিলাম আজি তাই।

সেই দীক্ষা শৈশবের ভুল নাই এ জীবনে ;
কবি-দিষ্ট কুঞ্জ বনে ভ্রমিয়াছ হৃষ্টমনে ;
আজি নানাবিধ ফুলে, সাজি তব ভরিয়াছে,
পর্য্যাপ্ত-প্রসূন পথ সম্মুখে বিস্তৃত আছে।

'শিশু মানবের পিতা', নহে শুধু কাব্যকথা,
তোমার জীবনে তার আছে পূর্ণ সার্থকতা ;
যেই শিশু-কলকণ্ঠে রোমাঞ্চিত হ'ত কেশ,
আজি তাহে মুখরিত পবিত্র 'তোমার দেশ'

উত্তর।

—০—

অনেক দিনের কথা—ঠিক নাহি আসে মনে-
মধুর শৈশবগাথা সে প্রথম জাগরণে ;
তবু যেন মনে পড়ে স্নিগ্ধ শ্যাম বটচ্ছায়,
এখনও গভীর সেই সাম গান শোনা যায়—

বিজড়িত সঙ্গে তার—সে নিশার অবসান,—
পবন হিল্লোল আর প্রভাতের পিকতান,
প্রাতঃসূর্য্যবিহসিত সে আমার জন্মভূমি,
সঙ্গে তার বিজড়িত প্রিয়বর আছ তুমি !

মনে পড়ে আজি এই জীবনের এ সন্ধ্যায়
যেন সেই সুগভীর মহাগীত শোনা যায় ;
তাহার মধুর স্মৃতি এখনও বাজিছে প্রাণে,
বাজিবে তাহার সুর এ জীবন-অবসানে।

ঠিক্ মনে নাই বটে—সেই হাসি সেই গান,—
'দীনবন্ধু' 'কার্ত্তিকেয়' দুই বন্ধু এক-প্রাণ,
সেই হাসি সেই গান আমার জীবনে আসি',
বিজড়িয়া রচিয়াছে এই গান এই হাসি।

কিম্বা সব কল্পনা এ! ভালবাস ব'লে তাই
সকলই সুন্দর দেখ আমার—প্রাণের ভাই!
রচিয়াছি যেই হাসি, যেই গান রচিয়াছি,
সে হাসির সে গানের নহে কিছু কাছাকাছি;

অন্য কোন নাই সুখ, অন্য কোন নাহি আশা,
শুধু চাহি এ জীবনে তোমাদের ভালবাসা!
যদি এই গানে হাস্যে লভিয়াছি তব প্রীতি,
সার্থক আমার হাস্য, সার্থক আমার গীতি;

প্রভাতে এ জীবনের, হাসায়েছি বঙ্গভূমি,
করিয়াছি তীব্রব্যঙ্গ বন্ধুবর জানো তুমি;
জীবনের এ সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়াছে হাসি—
সব হাস্য শুয়ে আছে রোদনের পাশাপাশি!

মানুষের সুখ দুঃখ, মানুষের পুণ্য পাপ,
দেবতার বর আর পিশাচের অভিশাপ,
নাটকের যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার কাজ।

ঈশ্বরের কাছে আর অন্য কিছু নাহি চাই,
আমার এ খ্যাতি শুধু পুণ্যে গড়া হ'ক ভাই :
তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমার মস্তকে ধরি,
যেন বন্ধু তোমাদের ভালবাসা নিয়ে মরি !

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্বদেশ-স্তোত্র।

জয় মা, জয় মা, বিশ্বে অতুলনা
চিরহাস্যময়ী সুষমাপ্রতিমা !
অতুলনা তোর সকল ভূষা—
অতুল আকাশে অতুলা উষা ;
অতুলা, অমলা শরৎ রাত্রি,
কুসুম-বিচিত্রা শ্যামা ধরিত্রী ;
অতুল তুঙ্গ হিমাদ্রিশৃঙ্গ,
শিখরে শিখরে সরিৎ-রঙ্গ,
দিশি-দিশি-বাহী তরল তরঙ্গ ;
অতুল চরণে জলধি-ভঙ্গ ;
অতুল অঙ্গে তমাল-তাল,
বট-বিটপ, বিশাল শাল।
সুগন্ধ-মোদিতা, সুবায়ু-সেবিতা,
তরুকুল-মর্ম্মর— চির-মুখরিতা,
ভৃঙ্গ-গুঞ্জিতা বিহঙ্গ-কূজিতা
স্নিগ্ধ-বনরাজি- কান্তি-বিরাজিতা,
দিব্যার্ক-আলোকা, চারু-চন্দ্র-তারকা,

নীলাভ-নির্ম্মল- অম্বর-পুলকা,
জয় মা জয় মা বিশ্ব-মনোরমা
চিরহাস্যময়ী সুষমাপ্রতিমা!
আদি বিভাবরী সুপ্রভাত করি,
তুমিই হেসেছিলে হে ভব-সুন্দরি;
তুমিই আলোকিলে এ মহা নিখিলে,
আদি ছন্দঃ রচি বিশ্ব বিমোহিলে;
আদিম আকাশে সে জবা সঙ্কাশে
তুমি সম্বোধিলে অম্বুদের ভাষে;
সে মহতী ভাষা সে মহান ছন্দঃ
মুগ্ধ করিছে দিক্ দিগন্ত।
অতুলনা ওমা প্রকৃতি-পুলকে,
অতুলনা তুমি জ্ঞানের আলোকে;
অজ্ঞান-নাশিনী বিজ্ঞান-দায়িনী
কলকণ্ঠময়ী বাণী প্রসবিনী,
কাব্য-দরশন- প্রভা-সমুজ্জ্বলা,
ধর্ম্ম-সুধা-চির- বর্ষণ-নির্ম্মলা,
জয় মা জয় মা বিশ্বে অনুপমা
চিরদীপ্তিময়ী মহিমা প্রতিমা!
অতুলনা তুমি সকল ঐশ্বর্য্যে,
অতুলনা তুমি শৌর্য্যবীর্য্যে;
অতুলনা তোর বীরত্ব-কাহিনী
ব্যাস-বাল্মিকীর অমৃতের খনি;
বীর-স্পর্শে পূত তোর আর্য্যাবর্ত্ত,

পঞ্চনদ তোর, জগতের তীর্থ ;
গঙ্গা-যমুনার সুধাসম নীর
আনন্দের অশ্রু বীর জননীর ;
বীরের শোণিতে পবিত্রা তুই মা,
তোর বীরসুতা জগৎ-গরিমা ;
জয় মা জয় মা বিশ্বে অতুলনা
চিরদীপ্তিময়ী মহিমা প্রতিমা !

চৌবেড়িয়া।*

—ঃ০ঃ—

নীল গগনের তলে নীল যমুনার নীর,
দিগ্বলয়ে অম্বুময় বলয় র'য়েছে স্থির ;
নীল সে বলয় কোলে, ধৌত সে সুনীল জলে,
শ্যামল প্রান্তর সুপ্ত শ্যাম শাখিকুল-তলে ;
একদিন সুপ্রভাতে রঞ্জিত পরিখাময়
যমুনা আপনা হ'তে আনন্দ-সঙ্কুল হয় ;
আলোক-আনন্দাবেশে প্রান্তর চাহিল সুখে,
রঞ্জিল পত্রিকারাজি বিটপীপ্রসন্ন মুখে,
অনন্ত অম্বরময় আনন্দ তরঙ্গ উঠে,
বিহঙ্গ-কণ্ঠের ধ্বনি ধরণী জাগায়ে ছুটে,
প্রভাত কুসুম কত সৌরভ-গৌরবময়
কানন আমোদ করি' সুখে প্রস্ফুটিত হয় ;
সেইদিন চৌবেড়িয়া তোমার কানন-মাঝে
ত্রিদিবের গন্ধরাজ † ফুটিল অতুল সাজে ;
তোমার মৃত্তিকা ধন্য দীনবন্ধু-পরশনে,
চির-প্রতিভাত তুমি তাঁর "নীল দরপণে"।

* চৌবেড়িয়া দীনবন্ধুর জন্মস্থান। এই গ্রামটী যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদীদ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ; তাই কবি তাঁহার সুরধুনীকাব্যে লিখিয়াছেন :—

'পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবেড়িয়া গ্রাম,
বিনত দীনের যথা অতি দীনধাম।'

† পিতৃদেবের পূর্ব্বনাম গন্ধর্ব্বনারায়ণ ছিল। তাঁহাকে বাল্যকালে সকলে 'গন্ধ' বলিয়া ডাকিত। কলিকাতায় অধ্যয়ন কালে তিনি দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ।



মহীয়সী মাতৃকা মাতৃভূমি,
সব-সুখ-সম্পদ-সাধিকা তুমি।

সুনীল অম্বরে অঙ্কিত মায়া,
স্নিগ্ধ ধরাময় স্নেহের ছায়া,
সলিল-কল্লোলে, অনিল-হিল্লোলে,
সতত মধুর সুরব শুনি;
অরুণরঞ্জিত আননে হাসি,
চন্দ্রমা-প্রস্ফুট লাবণ্যরাশি,
প্রসন্ন প্রফুল্ল দিবা-রজনী।

হিমানী-মণ্ডিত হিমাদ্রি, মুকুট;
নীলাম্বু লুণ্ঠিত, পদে পাদপীঠ;
তরুরাজিভূষণা, আলোক-বসনা
ত্রিলোক-রমণীয়া রাজরাণী;
ত্রিলোক-বন্দিত বেদের মাতা,
ব্যাস-বাল্মিকী-বিরচিত গাথা
তোমার শিরোপরে শিরোমণি।

কীৰ্ত্তিময়ী তুমি মর্ত্ত্য ভবনে
সাঙ্খ্য-পাতঞ্জল ষড় দরশনে,
অসংখ্য সুযশঃ- কবীন্দ্রতাপস-
যশঃ প্রভাসিত মহিমাখনি ;
ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম-ধ্যান-ভক্তি-আকর,
জ্ঞান-দিবাকর দীপ্ত চরাচর,
গৌরাঙ্গ-শঙ্কর-বুদ্ধ-জননী।

অসুর-মর্দ্দন-শৌর্য্য-প্রদায়িনী,
সন্ততি-কল্যাণে অদিতি রূপিণী,
বক্ষে পবিত্র কৌরব-ক্ষেত্র,
গৌরব-সৌরভ-আমোদিনী ;
ধনধান্যে ভরা অলকাভুবনে,
কারুকার্য্য চারু সজ্জিত ভবনে,
রত্নময়ী ওমা রত্ন-প্রসবিনী।

বঙ্গভাষা ।

মাতৃ-কণ্ঠ-শ্রুত চির আনন্দ-লহরী,
রয়েছ শ্রবণ মন প্রাণ পূর্ণ করি ;
ললিত হৃদয়লতা সিঞ্চিয়া প্রথমে,
যেদিন বহিয়াছিলে কোমল মরমে,
ও কল্লোলে শুনিলাম স্নেহের কিঙ্কিণী—
জনক জননী ভাই ভগিনীর বাণী ;
তদবধি ওই স্রোতে, ফুটন্ত আলোকে,
অনন্ত বিশ্বের শোভা হেরেছি পুলকে ;
তীরে তীরে পরিচিত প্রিয়তম স্থান,
দেবতা পূজার দিব্য পুষ্পের উদ্যান,
আশাসুখ তৃপ্তি শান্তি বুক ভরা সব,
ভক্তি মুক্তি বহি আনে ওই দিব্য রব ;
তীর্থে তীর্থে ও তরঙ্গে সুখে করি স্নান,
ধরণীর অন্য নীরে তৃপ্ত নহে প্রাণ ।

রাজ-অর্ঘ্য।

(কলিকাতায় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের
শুভাগমন উপলক্ষে)

প্রজাপ্রেমে প্রীতিময় প্রফুল্লপ্রসূন দুটী
প্রজার ভক্তির স্রোতে আনন্দে আসিছে ছুটি ;
লহ তুলে কলিকাতা কৃতজ্ঞকল্লোলময়ী,
ভালবাসা চিরদিন ভালবেসে বিশ্বজয়ী।

যাঁহার প্রাণের বাণী, প্রভাতকাকলীপ্রায়,
নহে বহুদিন হ'ল, ছুটাল আশার বায়,
আজি তিনি মধ্যাহ্নের পূর্ণ মহিমায় আসি,
হৃদয়ের অন্ধকার স্নেহে দিয়াছেন নাশি।

যেই যোগ্য যুবরাজ বলিতেন অনুক্ষণ
ভারতে খুলিতে হবে সৌহার্দ্দের প্রস্রবণ,
আজি সম্রাটের করে তিনি ভাঙ্গিলেন বাঁধ
প্রীতিময় পারাবারে মিটিয়াছে মনসাধ।

আবার অযোধ্যাধামে এল বুঝি রামসীতা,
হৃদয়ে রয়েছে লেখা প্রজারঞ্জনের গীতা,

যে চিত্র অঙ্কিত ছিল সরযূ তোমার নীরে,
দেবের প্রসাদে আজি ফুটিল জাহ্নবী তীরে।

উঠ মা জাহ্নবী আজি আনন্দ তরঙ্গ তুলে,
কলকলে জয়ধ্বনি কর দেবী প্রাণ খুলে,
অনন্ত সাগর ভরি তরঙ্গে তরঙ্গে চল,
চিরনত স্নেহে মোরা—বিশ্ববাসী জনে বল।

শান্তির ললাটে যেই বিজয়-তিলক ভাসে
বীরেন্দ্র-কিরীট ছটা কত ম্লান তার পাশে!—
আজি তা ঘোষণা কর আকাশ অনন্তমুখে,
অনন্ত উল্লাসধ্বনি মুখরিত করি সুখে।

নাহি জেতা এ বিশ্বের উজ্জ্বল বিজেতৃদলে,
হেন স্পৃহনীয় মালা যার বরণীয় গলে—
আজি যা ভারতমাতা ভক্তিফুল্ল দিব্য ফুলে
গাঁথি, রাজদম্পতীরে সাদরে দিলেন তুলে।

বারিধি রাখিবে দূরে, আর দুই দিন পরে,
ভারত হইতে প্রিয় ভারতের অধীশ্বরে;
কিন্তু নাহি এ ভারতে একটী হৃদয়, যার
প্রীতিধারা নাহি যাবে লঙ্ঘিয়া সে পারাবার।

দীপরত্নে দীপ্তিময়ী ভারত-অমরাবতী
দেখাইও দেবতায় হৃদয়েতে যে ভকতি;

আনন্দের আড়ম্বরে লুকায়ে নিভৃত প্রাণে,
আশীষ তাঁদের তরে মাগিও দেবত্বা স্থানে।

যে আনন্দ-চন্দ্রিকায় প্লাবিয়া দিলেন দেশ,
তাঁদের হৃদয়ে যেন তার নাহি হয় শেষ;
যেন শান্তি সমৃদ্ধিতে, সর্ব্বাঙ্গীন সুগৌরবে,
ব্যাপিয়া সুদীর্ঘ কাল, রাজ্য ধন্য হয় ভবে।

আজিকার শান্তিজলে ভারত জীবন্ত হ'বে,
জগৎ-জীবন-স্রোতে তরঙ্গ তুলিয়া ব'বে,
প্রসন্ন সলিলধারে তৃপ্ত করি বিশ্বদেহ,
প্রসন্ন করিবে পুনঃ এই দিব্য পুণ্য গেহ।

সমাপ্ত।

